বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

www.ypsa.org

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ২
ভিশন ৩
মিশন ৩
মূল্যবোধ ৩
সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ৩
গর্ভনেন্স ৪
সাধারণ পরিষদ সদস্য ৪
কার্যকরী পরিষদ ৪
মাসিক সমন্বয় সভা ৪
সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা ৪
কর্মএলাকা ৫
কর্মএলাকার অফিস সমুহ ৫
মানব সম্পদ ৫
আইনী ভিত্তি ৫
দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ ৬
অর্জন সমূহ ৬
ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ ৭
স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী ৯
শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী ১৭
মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী ২৩
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসূচী ৩৫
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচী ৪৯
রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ ৫৩
লিংক অরগানাইজেশন সমূহ ৬৬
ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ৬৮

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০১৯ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৫ তম বছরে পর্দাপণ করল। ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারী অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই ৫ টি মূল থিমে কাজ করছে।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচি সমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সম্প্রতী পাশ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণবাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রুপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর

সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভিশন ঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশন ঃ

ইপসা'র অস্থিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধ ঃ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মান সম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ইপসার ভিশন, মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী সদস্য,স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয় সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণ'র সাম্য ও সমপ্রীতি
- সুস্থ বিনোদন

গর্ভনেন্স ঃ

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র / সংবিধান মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইন সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রান দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্য ঃ

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ বছরে এক বার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) করে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব/প্রধান নির্বাহী) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদঃ

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসন সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

ইপসা'র বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা ঃ

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্বাহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করা হয়। সভা শেষে প্রধান নির্বাহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মএলাকা ঃ

জেলাঃ ১৩

উপজেলা/থানাঃ ৪৫

গ্রামঃ ৯৯৩

জনসংখ্যা কভারেজঃ ১০ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্মএলাকার অফিস সমুহ ঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ০১

ঢাকা অফিস ঃ ০১

ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ৭০

ট্রেনিং সেন্টার ঃ ০৭ টি (৪ টি আবাসিক, ৩ টি অনাবাসিক)

হেলথ সেন্টার ঃ ০৬

কমিউনিটি রেডিও ঃ ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২)

মানব সম্পদ ঃ

কর্মী	মোট	মহিলা
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১৪৫০	৭২৫
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	১৩৭৭	৭৫২
আন্তজাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টার্নী	৬৭৯	৪২৩
মোট	**৩৫০৬**	**১,৯০০**

আইনি ভিত্তি ঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এবিব্যু-৯১৬/৯৫	২৬-০২-৯৫ ইং
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৮	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৯	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং

১০	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার -২ শাখা(রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১১	ইপসা এমপ্লয়ীজ(কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ ঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রনালয় * A2I কর্মসূচী * প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, * পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) * ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি/ইউকেএইড * এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও *ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ব্র্যাক *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা *ডব্লিওবিবি ট্রাস্ট * ইউএনডিপি * এউনিসেফ * আই ও এম* এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * অক্সফ্যাম নভিব *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল * ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্মসূচী, *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অরর্গানাইজেশন-(ডব্লিউআইপিও) * সিএলএস, * প্রকাশ-ব্রিটিশ কাউন্সিল* বিএসআর* বাংলাদেশে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন* এডওয়ার্ড এম কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দা আর্টস* বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস* একে খান ফাউন্ডেশন* যাডে* ডেল্টা নরওয়ে* সলিডার সুইস * কে সিএফ * বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী * হেল্প-এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ *সিজেআরএফ * আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

অর্জন সমূহ ঃ

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

♦ যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।

♦ বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং

♦ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।

♦ জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করে ২০১৩ ইং ।

♦ ইপসা ইনোভেটিব প্রজেক্ট inclusive finance project বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন।

♦ ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

♦ দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

♦ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।

♦ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।

♦ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।

♦ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০১৮ সম্মাননা প্রদান করেন।

♦ তামাক নিয়ন্ত্রনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন পদক ২০১৯ প্রদান করেন।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সম্মাননা পদক গ্রহন করছেন ইপসা'র কর্মকর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য।	নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০১৮ সম্মাননা প্রদান করেন।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ ঃ

ইপসা দারিদ্র,ঝুঁকি,প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণ গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন,মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে পাচঁটি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

♦ স্বাস্থ্য;
♦ শিক্ষা;
♦ মানবাধিকার ও সুশাসন;
♦ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন;
♦ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

নিম্নে থিম ভিত্তিক চলমান কর্মসূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

ইপসা'র পাঁচটি উন্নয় থিম কাজ করে তার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম। ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, এজন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি দরকার পরিকল্পিত পরিবার গঠন। সেই প্রেক্ষাটটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

০১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ 'ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ দ্যা ট্যোবাকো কন্ট্রোল ইনিসিয়েটিভ ইন চট্টগ্রাম ডিভিশন' (Institutionalization of the Tobacco Control Initiative in Chattogram Division)

প্রকল্পের সময় কালঃ ০১ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ (২৪ মাস)

দাতা সংস্থাঃ ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং কক্সবাজার পৌরসভা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ - চট্টগ্রাম বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্থায়ীত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট এর প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পাবলিক পরিবহনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, মিডিয়া, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, তামাকপন্য বিক্রেতা এবং যুবক।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ

১. মোট ১১ টি স্থানীয় সরকার কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য ২,১৫,৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২. জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয় কর্তৃক এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রতিবেদন ফরমেট অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়েছে

৩. চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারকে তামাকমুক্ত মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫০ জন যুবনেতাদের সাথে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন এবং যুবকদের দায়িত্ব' শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে

৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগের সকল পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে ধূমপানমুক্ত করা এবং নোটিশ প্রদর্শনের জন্য সার্কুলার প্রদাণ করা হয়েছে। ১১১৭টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৯৫১ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১০৩টি উপজেলা পরিষদ এবং ৬৩ টি পৌরসভা) এর আওতাভূক্ত ।

৫. তামাক বিরোধী কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ "তামাক রিরিাধী জাতীয় প্লাটফর্ম" কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছে ইপসা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব ড: মো: আব্দুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে এ পুরষ্কার গ্রহণ করেন ইপসার প্রধান নির্বাহী জনাব মো: আরিফুর রহমান।

তামাক মুক্ত চট্টগ্রাম শহর গঠনে ইপসা'র সাথে একাত্বতা ঘোষনা করছেন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ গ্রহন করছেন

		ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. তামাকমুক্ত মডেল শহর তৈরীর উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হলে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা আসে।

২. স্থানীয় সরকার কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত ফলোআপ এবং মন্ত্রণালয় থেকে দিক নির্দেশনা জরুরী।

৩. তামাক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে যুবকদরেকে নিযুক্ত করা হলে তারা তাদের নিজকে তামাকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে ।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রোমোটিং সেইফ ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ইন ইস্ট বাকলিয়া, চিটাগাং।

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৯ ইং (২৪ মাস)

দাতা সংস্থাঃ The KADOORIE Charitable Foundation (KCF)

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১৮ নং ওয়ার্ড, পূর্ব বাকলিয়া , তক্তারপুল এলাকা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ওর্য়াডের তক্তার-পুল বস্তিবাসির জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন ,সম্মন্বিত কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে তক্তার-পুল বস্তিতে নিরপিদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এতদ্ বিষয়ে বস্তিবাসির দক্ষতার বিকাশ সাধন ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তিবাসিদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন তুলে ধরা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ১৮ নং ওর্য়াডের তক্তার-পুল এলাকার ১৫০০ এলাকাবাসি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ১২ টি এলাকায় ১২ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষন প্রদান ।

২. ১১৮ টি সচেতনতামূলক সেশনের মাধ্যমে ১৭৫২ জন লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন ।

৩. ৪২ টি হেল্থ ক্যাম্প এর মাধ্যমে ৭৭৫ জন কে চিকিৎসা প্রদান ।

৪. ৬ টি এলাকায় ৬টি গভীর নলকুপ, ১২টি বাথরুম, ১২টি ল্যাট্রিন নির্মান এবং ১২টি এলাকায় বাথরুম, ল্যাট্রিন ও নলকুপ মেরামত ।

৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১২ টি ট্রলি ভ্যান প্রদান করা হয়।

৬. ১২ টি স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিচর্যা সেশন আযোজন ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. এলাকাবাসী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব ।

২. গঠনমূলক সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন সম্ভব।

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহায়ক প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯। দাতা সংস্থাঃ ইউরোপিয়ান কমিশন ও সুইডেন সিডা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহায়ক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বরিশাল বিভাগের বরগুণা জেলার সদর ও আমতলী উপজেলা; ঢাকা বিভাগের অধীন কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং যুব জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যাতে উদ্দিষ্ঠ্য জনগোষ্ঠী তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার দাবি করতে পারে এবং এতে প্রবেশাধিকার পায়।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১০-২৪ বছর বয়সী সকল কিশোর-কিশোরী ও যুব
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ
- মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ১৫ টি যুব ক্লাব কার্যকমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসময় প্রতিটি যুব ক্লাবের জন্য ০১ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে।

২. খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ১৪০ জন নতুন পিয়ার এডুকেটর পিয়ার এডুকেটশন, জীবন দক্ষতা ও সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং নতুন ৭০ টি নতুন পিয়ার গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৩. খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলায় প্রকল্পের সহায়তায় গঠিত ১৫ টি যুব ক্লাব সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে। এবং উক্ত ১৫ টি যুব ক্লাবের আয়োজিত ৪৫ টি কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়েছে।

৪. ০৩ টি স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সমন্বয় সভায় খাগড়াছড়ি জেলার সিভিল সার্জন এবং উপ পরিচালক- পরিবার পরিকল্পনা, পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএন্ডএফপিও) এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএফপিও) অংশগ্রহণ করেন।

৫. যুব ও কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরুপ খাগড়াছড়ি জেলা ও পানছড়ি উপজেলা পর্যায়ে ২৫ জন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

৬. খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের ১৩ টি আত্ম-বিশ্লেষনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে যুব ও কিশোর-কিশোরী নিজেদের শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে সঠিক তথ্য জানে এবং নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে। এলাকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দের সহায়তায় সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কৈশোর বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
- ১৫ টি যুব ক্লাব কার্যকমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসময় প্রতিটি যুব ক্লাবের জন্য ০১ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন তারা নিজেদের স্থায়ীত্বশীলতা ও যুব ক্লাবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পনা করছে এবং কাজ করছে।

যুব ক্লাবের জন্য ০১ টি ল্যাপটপ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুব উৎসবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন।

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা- ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ ইং পর্যন্ত।

দাতাসংস্থা ঃ গ্লোবাল ফান্ড ও ব্র্যাক

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উপজেলা - রাঙ্গুনিয়া , রাউজান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ

২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঠিক পথে থাকা নিশ্চিত করা, যা দেশের উন্নয়ন ও টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে।

উদ্দেশ্যঃ

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ জেলায় প্রতি হাজার জনসংখ্যায় বার্ষিক সংক্রমণের হার (অচও) ০.৪৬ এর নিচে নামিয়ে আনা
- ২০২১ সালের মধ্যে ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ রোধ করা
- ২০২১ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৫১ টি জেলাকে ম্যালেরিয়ামুক্তকরণ নিশ্চিত করা
- ম্যালেরিয়ামুক্ত জেলাসমূহে ম্যালেরিয়ার পুনঃসংক্রমণ প্রতিরোধ করা
- বাংলাদেশে ACT প্রতিরোধী প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জীবাণুর আর্বিভাব প্রতিহত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

কর্ম এলাকার সকল জনগোষ্ঠি।

রাঙ্গুনিয়া - ৩,৯৩,৯৫৫, রাউজান - ৩,২২,২৬১, আনোয়ারা- ৩,০৭,৯৪২ (মোট- ১০,২৪,১৫৮).

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ ঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম সমূহ	অর্জন	মন্তব্য
১	**দরীদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে কীট নাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করা হয়েছে**	**৭৪৬০০**	
২	**মাইক্রোস্কোপিক এর মাধ্যমে রক্তকাঁচ পরীক্ষা করা হয়েছে**	**১৯৫৫৫**	
৩	**রক্ত কাঁচ পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ সংখ্যা**	**২**	
৪	**র‍্যাপিড ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট (আরডিটি)'র মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা**	**৫৩২১**	
৫	**আরডিটি'র মাধ্যমে ফেলসিফেরাম ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ**	**৯**	
৬	**গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক বিসিসি কর্মশালা**	**০৮**	
৭	**গ্রাম ডাক্তার কর্মশালা**	**০৪**	
৮	**বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উদ্‌যাপন (উপজেলা পর্যায়ে)**	**৩ উপজেলা**	

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. জুলাই ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও আনোয়ারা উপজেলায় ৭৪৬০০টি দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) বিতরণ করা হয়েছে।

২. দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) মশার কামড় হতে আত্মরক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকরি নিয়মিত খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে এই মশারি ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৩. স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকা দ্বারা বাড়ির দোরগোড়ায় ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা প্রদান করা হচ্ছে।

রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস-২০১৯ উপলক্ষে র‍্যালী বের করা হয়।

রাউজান উপজেলায় বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত হেলথ ক্যাম্প।

৫.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ("Strengthening Health Outcomes for Women & Children (SHOW")

প্রকল্পের সময়কালঃ ৪ঠা এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

আর্থিক সহযোগীতায়ঃ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা।

কারিগরী সহযোগীতায়ঃ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রকল্প এলাকাঃ পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ইউনিয়নঃ লোগাং, চেঙ্গি, পানছড়ি সদর, লতিবান ও উল্টাছড়ি।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠিঃ দারিদ্রপিড়িত ও উচ্চ-স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/উঠতি বয়সী মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু

প্রকল্পের মূল-লক্ষ্যঃ প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা/হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১. দারিদ্রপিড়িত ও উচ্চ-স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/উঠতি বয়সি মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের মাঝে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য-সেবাসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ **(জনগণের চাহিদা);**

২. দারিদ্রপিড়িত ও উচ্চ-স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/উঠতি বয়সি মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের মাঝে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য-সেবাসমূহের মানসম্পন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ/উন্নতিসাধন **(সেবাকেন্দ্রসমূহ থেকে মানসম্পন্ন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা)** এবং

৩. প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণ, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন কমিটি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীসহ সকলের সহযোগিতায় প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যসমূহের বিস্তার ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা **(তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও দায়িত্ববোধ তৈরি)**।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারনের মধ্যে নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নরমাল ডেলিভারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সচেতনতা বেড়েছে।

২. মোবাইল এসএমএস'র মাধ্যমে রোগীদের হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ এ নিয়মিতভাবে রেফার করা হচ্ছে।

৩. প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে যেসব ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কোন প্রকার স্বাস্থ্য সেবা নিয়মিত পাওয়া যেতনা সেসব ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিয়মিত নরমাল ডেলিভারীসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৪. এই প্রকল্পের মাধ্যমে পানছীড় উপজেলায় মোট বিশটি গ্রামীণ সঞ্চয় দল গঠন করা হয়েছে। মূলত অসহায় ও দূস্থ নারীরা যাতে নিয়মিতভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে এ কার্যক্রমটি পরিচীলত হয়ে আসছে। গ্রামীন সঞ্চয় দলের কার্যক্রমের ফলে নারী সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী হযেছে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে।

৫. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র গুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ভিশনিং প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।

৬. প্রত্যন্ত এলাকায় গর্ভবতী নারী এবং তাদের অভিভাবকদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা ও বাংলা ভাষায় ১০টি ভিডিও ক্লিপিং তৈরী করা হয়েছে এবং এগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়মি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথ নাটকের মাধ্যমে মা ওশিশু স্বাস্থ্য এবং বাল্য বিবাহের কুফল সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বেশ সাড়া পড়ে এ কর্মসূচিতে।

২. মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট,বিল বোড,ডিসপ্লে বোর্ড সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সাড়া পড়েছে।

৩. এ কার্যক্রমের কারনে দুটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ৪২ জন নারীর নরমাল ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে।

৪. ইপসা- শো প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব প্রতুত্তর চাকমার স্ব-উদ্যোগে ইউনিয়নের প্রসুতি মা'দেরকে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে এসে নিরাপদ প্রসব করার জন্য যাতায়াতভাতা প্রদান করেন।

ট্যাবের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে মহিলা গ্রুপের সাথে বৈঠক।

লোগাং ও চেঙ্গি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র সদ্য ডেলিভারী হওয়া শিশুর মা- বাবা ও ইপসা'র সিএসভিএ বৃন্দ।

৬. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেন্থিং হেলথ এন্ড আদার অপরচুনিটিস ফর ভালনারেবল এ্যডোলেসেন্টস (শোভা)

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৭ই মে ২০১৭ইং থেকে ১৬ ই মে ২০১৯ (২৪ মাস)
দাতা সংস্থাঃ ইউনিসেফ
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (কুড়িল বিশ্বরোড, কোকাকোলা, বাড্ডা,গুলশান ১, ২, বনানী, কাকলী, মিরপুর, পল্লবী, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা, এয়ারপোর্ট এরিয়া, খিলক্ষেত)
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
প্রজেক্ট এর মূল লক্ষ্য এবং পাশাপাশি যৌন পেশা থেকে সরে আসা নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করা। আরো উল্লেখ্য যে যৌন পেশায় নারীদের জড়ানোর হার হ্রাস করা এই প্রোজেক্টের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া আমরা জানি এইডস ছাড়াও যৌনবাহিত আরো অনেক রোগ রয়েছে সেসকল রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করণ এবং সেসব বিষয় আরো সচেতনাতা তৈরির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে আসছি। এইচআইভি, এসটিআই এবং টিবি ঝুঁকি ও দুর্বলতা কমাতে ভাসমান কিশোরী যৌনকর্মীদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আমরা কাজ করছি।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীঃ

- অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভাসমান কিশোরী যৌনকর্মী (বয়স ১০-১৯)
- বস্তিবাসিদেও জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০-১৫ বছরের ছাত্র-ছাত্রী
- নারী
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচয় ও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কিশোরীদের মধ্যে জানার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসী মনভাব গড়ে উঠেছে।
২. পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে অধিকার আদায় এবং নেতৃত্বশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. টেকনোলজি বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করায় দক্ষ হয়েছে।
৪. কিশোরীদের মধ্যে যৌন রোগ প্রতিরোধে কনডম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছনতায় প্যাড ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে।
৫. এ্যাডভোকেসি সভার মাধ্যমে গার্ডিয়ানদের মধ্যে এইচআইভি, এসটিআই এবং টিবি সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সন্তানদের প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য মনিটোরিং করা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অধিকাংশে কিশোরীরা পরিবার থেকেই নানা ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে খুব অল্প বয়সে নেশার দিকে ঝুকে পড়ে তাই গার্ডিয়ানদের কাউন্সেলিং করা বেশি প্রয়োজন।
২. যৌন পেশায় প্রবেশকারী কিশোরীরা সহজেই প্রকাশ্যে কোন সেবা করতে চায়না তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরনের মাধ্যেমে স্বস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।
৩. কিশোরীদের মধ্যে অল্প বয়সে গর্ভধারন প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে তাই পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে কিশোর-কিশোরী এবং গার্ডিয়ানদের সচেতনতার জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিৎ।
৪. কিশোরীদের পাশাপাশি তাদের পার্টনাদের জন্যও সেবা সেন্টার চালু করা উচিৎ।

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে চাকুরী ও উদ্যোক্তা জন্য প্রস্তুতকরন। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমানে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ ইপসা- সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময় কাল ঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ৩০ শে জুন ২০১৯
দাতা সংস্থা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (ওয়ার্ড নং -৪,৫,৬,৭,৯,১৩,১৭,১৮,১৯,৩৪,৩৫,৩৬)
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নানা কারনে ঝরে পড়া ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা (ইপসার ১৪৪০ জন)।
প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিশুরা।
প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

১. টার্গেট অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা।
২. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. শিক্ষার্থীরা ২য় শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করা।
৪. অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করে যথাযথভাবে পাঠ দান করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোত ধারায় আনা।
২. বিভিন্ন সহ: পাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পাঠদান করা।
৩. কর্মজীবি ও অস্বচ্ছল অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে প্রতিদিনের পাঠ্যাংশ স্কুলে সম্পাদন করা।

বি এন এফ ই এর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ এর সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমন্বয় বৈঠক	একটি ইপসা পরিচালিত এস সি ই স্কুল এর ছবি

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী**দের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এক্সেসসিবল ই-লার্নিং সেন্টার।**

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯। দাতা সংস্থাঃ এ কে খান ফাউন্ডেশন।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি এক্সেসসিবল ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী
২. সরকারী ও বেসারকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ।
৩. সুশীল সমাজের সংগঠন, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন প্রযুক্তি সমন্ধে অবগত হবে। উক্ত বিষয়ে ব্যপক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।
২. এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সকলের মতো সুযোগ পাবে।
৩. বিশেষভাবে সক্ষম এসব শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে হবে । যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেই যেন চাকুরীর সুযোগ পায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সেসসিবল ই-*লার্নিং* সেন্টার উদ্বোধন	ই-লার্নিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাশেদুজ্জামান চৌধুরী

৩.প্রকল্পের নামঃ Youth Empowerment through Skills

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯

দাতা সংস্থাঃ HOPE'87 Bangladesh

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ রামু উপজেলা, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

প্রকল্প এলাকার অনগ্রসর, বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো, যাহাতে তাহারা আত্নবিশ্বাসী হয়ে অত্র এলাকার দরিদ্র দূরিকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- যুব ও যুব মহিলা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৬৬ জন যুব ও যুব মহিলা আই সি টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের আত্মকর্মসংস্থান/দক্ষ কর্মী হিসাবে অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।

২. ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স শিক্ষার মাধ্যমে ৮৩ জন যুবক ও যুব মহিলার আত্মকর্মসংস্থান অথবা অনত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

৩. ৬০ জন যুব ও যুব মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন যা তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থান তৈরীতে অথবা দক্ষ কর্মী হিসাবে অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহয়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪. ১০ জন যুব ও যুব মহিলা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন যা তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থান তৈরীতে অথবা দক্ষ কর্মী হিসাবে অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

৫. ব্লগার গ্রুপ কার্যক্রমের আওতায় ১২০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্লগ বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ব্লগ প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বোপরি, এ কাজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা এবং কর্মসংস্থান বেড়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. এ প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিশেষায়িত শিক্ষা ও উন্নত কারিগরি প্রশিক্ষণের (যেমন: আই সি টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স,হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স,সেলাই প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে যুবদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যা এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ন একটি মাইলফলক।

২. এই প্রকল্প স্থানীয় নারীদের দক্ষ এবং অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমানের উন্নয়ণ ঘটেছে।

ইপসা কর্তৃক পরিচালিত ইংলিশ কোর্সে অংশগ্রহনকারী

ইপসা কর্তৃক পরিচালিত সেলাই মেশিন কাজ প্রশিক্ষণরত নারী প্রশিক্ষণার্থী

৪. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ ম্যাকগভার্ণ-ডোল ইন্টারন্যাশনাল ফুড ফর এডুকেশন এন্ড চাইল্ড নিউট্রিশন প্রোগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি- উএফপি)
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কুতুবদিয়া উপজেলা, কক্সবাজার
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লক্ষিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সাবলীল পঠন দক্ষতার অভাবে ৩৩% শিক্ষার্থী রুগ্ন বা দূর্বল পঠন সামর্থ্য নিয়ে উপরের ক্লাসে উন্নীত হচ্ছে। এই সকল শিক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে পড়তে না পারায় বেশিদূর আগাতে পারছে না এবং পড়াশোনা বন্ধ করে শিশুশ্রমসহ নানা কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও দারিদ্রতা ও সচেতনতার অভাবে শিশুরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন ও বাংলাদেশ সরকারের মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল করতে হাতে নেওয়া হয়েছে ' স্কুল ফিডিং প্রকল্প। ইউএসডিএ অর্থায়নে ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি- উএফপি) সহায়তায় অনগ্রসর কুতুবদিয়ায় শতভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ে পড়ার সামর্থ্য বৃদ্ধি ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে স্কুল ফিডিং প্রকল্প শুরু হয়েছে। সাথে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতা, এসএমসি সদস্য, সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা উপকরণ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সহায়তা ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতামূলক সভার মাধ্যমে লক্ষিত ফলাফল অর্জন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- শিক্ষার্থী -১৫০৫৩ জন
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ৩০১০৬ জন
- শিক্ষক ৩৬৪ জন
- বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ৬৪৯ জন
- প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ০২ জন
- স্থানীয় প্রশাসন
- স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি

প্রকল্পের মূল অর্জনঃ

১. বিগত ১ বছরে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। ৫৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮ টি বিদ্যালয়ে ৯০% বা এর বেশি, ৩৩ টি বিদ্যালয়ে ৭৫% বা এর বেশি এবং বাকি ৮ টি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থী উপস্থিতি রয়েছে।
২. স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা ক্লাস পর্যবেক্ষণের কারণে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা মূল্যায়নে এর প্রতিফলন দেখা গেছে;, যেখানে দেখা গেছে- প্রথম শ্রেণির ৬৪% শিক্ষার্থী বাংলা বর্ণ চিনতে পেরেছে, ২২% শব্দাংশ পড়তে পেরেছে, ১৭% শিক্ষার্থী শব্দ পড়তে পেরেছে এবং অর্থহীন শব্দ

পড়তে পেরেছে ১০% শিক্ষার্থী; অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির ৭৬% শিক্ষার্থী বাংলা বর্ণ চিনতে পেরেছে, অনুচ্ছেদ পড়তে পেরেছে ১৯%, বোধগম্যতা রয়েছে ৯% শিক্ষার্থীর।

৩. পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যপুস্ড়কের পাশাপাশি সৃজনশীল বই পড়ার বিকল্প নাই। শিক্ষার্থীদের এ ধরণের বই পড়ার কার্যক্রম শুর“ হয় ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে। ২০১৯ সালের প্রথম ৫ মাসে শিক্ষার্থীদের বুক চেক আউটের হার প্রায় ৬৮%।

৪. প্রথম ধাপে ১২ টি স্কুলে ও দ্বিতীয় ধাপে ৪৭ টি স্কুলে শ্রেণী কক্ষ সজ্জিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিগত ১ বছরে। শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষ রংকরণ, বর্ণ, শব্দ, বর্ণচার্ট, শব্দ মিলকরণ ইত্যাদি দিয়ে কক্ষ সজ্জিতকরণ সাথে ৯ টি বিদ্যালয়ে রানিং ওয়াটার সম্মৃদ্ধ স্বাস্ড়্যসম্মত টয়লেট নির্মান।

৫. মার্চ-এপ্রিল মাসে কুতুবদিয়ার ৫৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "পড়া-খেলা উৎসব" ও "প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বরণ" সফলভাবে আয়োজন করা একটি বড় ধরণের অর্জন।

মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১. পড়া-খেলা উৎসব ও প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বরণ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে।

২. শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করছে।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন</td>
<td>শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ</td>
</tr>
</table>

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুকিঁপূণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসন্স প্রোগ্রাম (বিসি/টিআইপি)

প্রকল্পের সময়কালঃ মে ২০১৫ থেকে আগষ্ট ২০২০।
দাতা সংস্থাঃ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলা
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কার্যকর ও সমন্বিত রেফারেল এর মাধ্যমে মানব পাচারের শিকার সারভাইভারগণের জন্য সহায়তা জোরদার ও নিশ্চিত করণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার নারী, পুরুষ ও শিশু।
- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে থাকা নারী, পুরুষ ও শিশু।
- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার ব্যক্তিবর্গের পরিবার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি।
- সরকারী ও বেসারকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ।
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর যুগ্ম সচিব কতৃক শেল্টার হোম এবং প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শণ।
২. আমেরিকার নতুন নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কতৃক শেল্টার হোম পরিদর্শণ।
৩. আমেরিকান সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কতৃক শেল্টার হোম পরিদর্শণ।
৪. অধিক সংখ্যক পরিমান মানব পাচারের শিকার সারভাইভারগণকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়।
৫. প্রকল্পের অর্থায়নে এবং রেফারেলের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক পরিমান মানব পাচারের শিকার সারভাইভারকে আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. কক্সবাজার অঞ্চলে বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি ভয়াবহ। উক্ত বিষয়ে ব্যপক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।
২. ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাংলাাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে কক্সবাজার অঞ্চলে হতে মানব পাচার এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাংলাাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো কাছ থেকে সময় পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম মহাসচিব, প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করেন।	ইউএসআইডি'র মিশন ডিরেক্টর অর্নিবান সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

২.কর্মসূচী / প্রকল্পের নাম ঃ "ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ"

প্রকল্পের সময়কাল ঃ ৩৩ মাস (জানুয়ারী ২০১৭ হইতে সেপ্টেম্বর ২০১৯)

দাতা সংস্থা ঃ প্রকাশ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউকে এইড

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা (সরফভাটা ইউনিয়ন ও রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা), চট্টগ্রাম ও সদর উপজেলা (ঝিলংজা এবং ঈদগাওঁ ইউনিয়ন), কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহযেগিতা করা। এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনকে উন্নতিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ অভিবাসী, অভিবাসীর পরিবার, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকোরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ট্রেনিং সেন্টার সমূহ, পাসর্পোট অফিস, রিক্রুটিং এজেন্সি, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাষন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে ৪টি গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জিএমসি) ও ৪ টি যুব স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিদ্বয় যথাক্রমে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সামাজিক সালিশের মাধ্যমে নিষ্পক্তিকরণ ও নিরাপদ অভিবাসনের ধাপগুলো স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচার করছে।
২. প্রকল্প এলাকায় ৪টি নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
৩. গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র (জিএমসি) মাধ্যমে ৩৫ টি অভিযোগ সমাধান করা হয় যার মাধ্যমে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা নগদ আদায় করা সম্ভব হয়েছে ।
৪. প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায়ই ১২০০০ অধিক জনগোষ্ঠিকে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
৫. প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন এর চ্যালেঞ্জ, চাহিদা ও সুপারিশমালা বিষয়ক ডকুমেন্টসন প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রকল্পেরর অর্জন সমূহ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনের সাথে এডভোকেসী করা হয়েছে ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্যায়ে নেই তাই অভিবাসীরা সরকারী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষেয় কাছে সরকারী সেবা সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য গুলো পৌছে দেওয়া সম্ভাব হচ্ছে।
২. প্রান্তিক পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ সমাধানের জন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই সবাইকে ঢাকায় অবস্থিত বিএমইটির সরণাপন্ন হতে হয়। যা অনেক সময় এবং ব্যয় বহুল। কিন্তু উক্ত প্রকল্পের গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র (জিএমসি) সামাজিক মেডিয়েশনের মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো খুব দ্রুত নিষ্পক্তি করা সম্ভব হচ্ছে। এই

জিএমসিকে মডেলকে আরো শক্তিশালী এবং সরকারের একটি কাঠামোতে নিয়ে আসতে পারলে প্রান্তিক পর্যায়ে অভিবাসি মানুষ উপকৃত হবে এবং অভিবাসন ব্যয় কমে আসবে।

অভিবাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সভা।	**নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে মাঠ পর্যায়ে জ্ঞান বিনিময় সভা।**

৩.প্রকল্পের নামঃ ভূমিহীন জনগোষ্টির জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

দাতা সংস্থাঃ একশনএইড বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কক্সবাজার সদর ও মহশেখালী উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো যে, দুর্যোগ, ভূমিগ্রাস ও জমি অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ব্যবস্থা সবল করা।আরো নির্দিষ্ট করে বললে, এই প্রকল্প নির্দিষ্ট ভূমিহীন পরিবারের সামর্থ্য নির্মানের মধাব্যমে কর্তৃপক্ষ ও সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্টান সমূহকে জনকেন্দ্রিক করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি যেমন, ভূমিহীন জনগোষ্ঠি, ভূমি ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি, পেশাহারা জনগোষ্ঠি, স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের মুলঅর্জন সমূহঃ

১. ৩টি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ১. কক্সবাজার জনসুরক্ষা মঞ্চ ২. মহেশখালী জনসুরক্ষা কমিটি ৩. মহেশখালী জন পর্যবেক্ষণ কমিটি।
২. জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ ৯৫০ পরিবার প্রতি পরিবারকে ৫৫০০ টাকা,২৮৭টি ল্যাট্রিন, ৬০টি টিউবওয়েল মেরামত ও ১৩০টি হাইজিন সচেতনতা বিষয়ক সভা।
৩. ৩৪টি গ্রুপ, মানবাধিকার কর্মী, ৩টি সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষার জন্য ৫৫টি কর্মসূচি পালন।
৪. স্থানচ্যুত ৪৫ পরিবারের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, জমি ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহযোগিতা, স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ ,শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ও মাতারবাড়ি সড়ক সংস্কারে কর্তৃপক্ষের সাথে লবি।
৫. উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়ে সচেতনতা ও সক্ষমতাবৃদ্ধি
৬. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত কর্তৃপক্ষকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. বাস্তবায়িত একই প্রকল্পে ভূমি অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহায়তা প্রদান, মানবাধিকার নীতি ও শ্রমনিয়োগের বিষয়ে সক্ষম কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
২. উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে যেখানে কোন অভিযোগই অকার্যকর, সেখানে এ প্রকল্প সম্পুর্ণ যৌক্তিকভাবে সরকার ও উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার আদায়ের জন্য কর্মসূচি অব্যহত রাখছে।
৩. স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন প্রকল্প কতৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের সাথে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করা সংস্থার জন্য সন্মানের বিষয়।

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ "এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইনপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)"

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ইং **দাতা সংস্থাঃ একশন এইড বাংলাদেশ**

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশেনের ১৯ ও ৩৫ নং ওয়ার্ড

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

নগরের দরিদ্র নারী অধিকার সংরক্ষণ করা, শিশু অধিকার সংরক্ষণে কাজ করা, নাগরিক সেবাসমুহ গ্রহনে হয়রানি হ্রাস পাবে/ ন্যুনতম জীবনমান নিশ্চিতকরন, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা রক্ষায় যৌথউদ্যোগ বৃদ্ধিতে করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্পন্সর এবং নন স্পন্সর শিশু, নারী ও যুব দল সমূহ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৯৫ জন শিশু আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।
২. নারী নেতৃত্বাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে ।
৩. ৩৫ জন যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪. ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী ৪ মাস মেয়াদী ইংরেজী ভাষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০১৮ তে অংশগ্রহন করেছে এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেছে।
৫. ৩৪ জন নারীকে ৬ মাস মেয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬. ৬০ জন শিশু জন্মনিবন্ধন পেয়েছে এবং ২৯ জন শিশু সরকারী বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।
৭. ৫ জন স্পন্সর ,ননস্পন্সর শিশু এবং পরিবারের সদস্য ৩৫ নং ওয়ার্ড অফিসের এবং সমাজসেবা অফিসের আওতাধীন প্রতিবন্ধী তালিকাভুক্ত হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. জোয়ারের পানির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার ফলে প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে সমস্যা হয়।
২. বেসরকারী বস্তিগুলোতে মাইগ্রেশনের উচ্চ হারের কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
৩. অগ্নি নির্বাপনের সচেতনতার অভাবে কমিউনিটিতে প্রতিনিয়ত অগ্নিকান্ড ঘটছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সৃজনশীল কাজে শিশুদের অংশগ্রহন

৫.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম (Safety First)

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১/০১/১৯ থেকে ৩০/০৬/২১ (২ বছর ৬ মাস)

দাতা সংস্থা ঃ Kadorie Charitable Foundation (KCF)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার ও গৃহিত কর্মপরিবেশের আলোকে বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কর্ম ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ও মালিক পক্ষ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. শ্রমিকদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য বার আউলিয়া হাফিজ জুট মিল এলাকায় শ্রমিকদের জন্য সেইফটি ফার্স্ট সেন্টার নামক একটি শ্রমিক সহায়ক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিকের মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ ১ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নিত হয়েছে। লাইফবোট প্রকল্পে মাধ্যমে আমরা ৮০ জন আহত , ১৮ জন নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি এবং চাকুরিচ্যুত ৭৫ জন শ্রমিকের চাকুরিচ্যুত ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছি।

২. এই বছর আমরা প্রায় ২০০০ জন শ্রমিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং অধিকার নিয়ে শ্রমিকদের সচেতন করা হয়েছে।

৩. প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে শিশুশ্রম অনেক হ্রাস পেয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল স্বীকার করে এবং শিশুশ্রম নিরোসন কমিটির সদস্য হিসেবে ইপসা'কে মনোনিত করেছে ।

৪. প্রজেক্টের কাজের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যান তহবিল হতে শ্রমিকদেরকে ১০ লক্ষ টাকা আদায় করে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. আরো একটি বড় অর্জন হলো জাহাজ-ভাঙ্গা ইয়ার্ডে মালিক পক্ষ শ্রমিকদেরকে নিয়োগপত্র প্রদান করা শুরু করেছে, যা পূর্বে কখনও ছিল না।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. শ্রমিক অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংস্থা হিসেবে ইপসা সুনাম অর্জন করেছে। যদিও শ্রম অধিকার বিষয়ে কাজ করা অনেক চ্যালেঞ্জিং, এখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে।

২. দেশীয় এবং আন্তঃজার্তিক মিডিয়ায় ইপসা সুপরিচিতি লাভ করেছে। যেমন: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিডাব্লিউ, আল জাজিরা, লস এনজেল টাইম, গার্ডিয়ান প্রভৃতি।

৩. সরকারি দপ্তরের লোকবল সংকটের কারণে ইয়াডের কর্মপরিবেশ যথাসময়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে ইপসা সহায়ক ভুমিকা পালন করে আসছে।

কেম্পেইন প্রোগ্রাম	কেম্পেইন প্রোগ্রাম ও সেইপটি ডে ২০১৯ উদযাপন

৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেনদেনিং ডিপিও (ডিজএ্যাবল পারসনস অর্গানাইজেশন) মুভমেন্ট ফর পারটিসিপেটিং লোকাল গভর্নমেন্ট কমিটি

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ নভেম্বর ২০১৮ - ৩১ জানুয়ারী ২০২০

দাতা সংস্থাঃ হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম (এইচআরপি) ও ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপম্যান্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য-

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন সমূহকে সক্রিয়করণের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতনতা ও জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার। পাশাপাশি ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ইউনিয়ন পর্যায়ে ১২ টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন গঠন।
২. ৫৭ জন প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্যকে ২টি মানবাধিকার বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান।
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সেবা প্রদান বিষয়ে স্থানীয় ১২ ইউপির সাথে মতবিনিময়।
৪. সরকারি -বেসরকারী আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা।
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন।
৬. খুরুশকুল প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্যদের সাথে কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মো: ইকবাল হোসেন এর মতবিনিময়।

প্রাতবন্ধী সংগঠনের সদস্যদের মানবাধিকার বা প্রাতবন্ধী ব্যাক্তদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ে প্রশিক্ষন

খুরুশকুল প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্যদের সাথে কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মো: ইকবাল

৭.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কক্সবাজার জেলার জনগণের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ **দাতা সংস্থাঃ** জিসার্ফ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদ ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে কক্সবাজার জেলা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় যুব শ্রেনী ও মায়ানমার থেকে আগত অনিবন্ধিত বিভিন্ন লোকজনের কারণে সহিংসতা ও অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনগণের সামাজিক সম্প্রক্ততার মাধ্যমে কক্সবাজার জেলায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১৮-৩৫ বছরের বেকার এবং ঝরে পড়া যুব জনগোষ্ঠীর
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫-২২ বছরের ছাত্র-ছাত্রী
- নারী
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- শিক্ষক সমাজ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভা এবং ৭১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬৭৭টি যুব গ্রুপ গঠন করা হয়েছে তারা উগ্রবাদ এবং সহিংসতা বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে ইপসা কনসোর্টিয়ামকে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছে
২. কক্সবাজার জেলার ৭৫ টি যুব গ্রুপের ১৫০০ জন যুব সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে যুব ফোরাম তৈরী করা

হয়েছে যারা জীবন দক্ষতা এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে অন্যান্য যুব সদস্যদের জীবন দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা সেশান এবং সমাজে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. কক্সবাজার জেলায় প্রথম চাকুরী মেলার আয়োজনের মাধ্যমে ৬৫০ জন যুবদের বিভিন্ন চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে

৪. ৭৫টি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টশনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা ইপসাকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

৫. জেলার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত ট্রেনিংসমূহের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডাররা বলেছেন এই প্রথম তারা উগ্রবাদ এবং সহিংসতা বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারছেন এবং তারা ইপসার কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি এবং যুবকরাই সমাজে সামাজিক সম্প্রতি এবং ধর্মীয় সম্প্রতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

২. যুবকদের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য ২০০০ যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং দক্ষ যুবরা যাতে প্রশিক্ষণ শেষে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য ইনপুট সাপোর্ট দেওয়া হয় যা উনাদের সহিংসতা ও উগ্রবাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

৩. যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে সেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূ কে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং সাগ্রহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছেন। এছাড়াও জীবন দক্ষতা সহ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রিয়াপ্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা এবং খেলাধূলার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা মুক্ত সমাজ গড়ার বার্তাটি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেন।

৪. এই প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন পলিসি যেমন এইচ আর পলিসি, জেন্ডার পলিসি, ফাইন্যান্সিয়াল পলিসি সময়োপযোগীভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫. প্রকল্পের জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত ফোক সংগীত বা আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

৬. জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সহ স্থানীয় সুশিল সমাজে উগ্রবাদ ও সহিংসতা কার্যক্রমগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্য হয়েছে এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের উদ্যোগে তারা অংশগ্রহন করেছেন ।

৭. উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সাড়া পড়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়সমূহে গুরুত্বের সাথে প্রকাশনাসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সিভিকের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সিভিকের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

৮.কর্মসূচী/ প্রল্পের নামঃ হার-ফাইন্যন্স

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯

দাতা সংস্থাঃ BSR (Business for Social Responsibility)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ গাজীপুর

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক ধাপে উন্নীত হয়েছি। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যেই আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বদরবারে হাজির হতে পারব। কিন্তু এই অর্জনের পেছনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। সরকারও নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের জীবনমান উন্নয়নে এবং এরই মাঝে সরকার তাদের জন্য ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছে যা যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা স্বল্প শিক্ষিত তাই তারা ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে খুব একটা পরিচিত নয়; এছাড়া আমরা জানি একজন গার্মেন্টস শ্রমিককে প্রচুর পরিমাণ ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় তার পক্ষে বন্ধের দিন ব্যতিত সময় বের করে ব্যাংকিং লেনদেন করা সম্ভব হয় না। এইসকল প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিং) প্রদান করা যায়; গার্মেন্টস শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; গার্মেন্টস শ্রমিকদের ডিজিটাল লেনদেন ও কেনাকাটায় উদ্বুদ্ধ করণ; গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা এবং মোবাইল মানির আধুনিক ব্যবহার ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকল্পটি প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই প্রজেক্ট এর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের ফর্মাল ব্যাংক একাউন্ট এর আওতায় নিয়ে আসা এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের আর্থিক বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১৮-ততোর্ধ্ব সকল নারী ও পুরুষ (গার্মেন্টস শ্রমিক)
- ফ্যাক্টরির মিডল ম্যানেজমেন্ট

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রায় ২২০০ গার্মেন্টস শ্রমিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিং) বেতন-ভাতা পাওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে।

২. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মোবাইল মানির আধুনিক ব্যবহার (মোবাইল মানির মাধ্যমে লেনদেন ও কেনাকাটা) শিখানোর ফলে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ সম্ভব হয়েছে এবং তাদের আর্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

৪. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে পরিবারের সাথে আলোচনার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে; এবং সার্বিকভাবে নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছ।

৫. গার্মেন্টস সেক্টরে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; এবং সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গার্মেন্টস কর্মীরাও অংশীদার হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. ওয়েজ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব।

২. উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক আচরণ যেমন সঞ্চয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

পিয়ার এডুকেটর প্রশিক্ষণ

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ আস্থা (স্ট্রেংদেনিং এক্সেস টু মালটি-সেক্টোরাল পাবলিক সার্ভিসেস ফর জিবিভি সার্ভাইভার্স ইন বাংলাদেশ)

প্রকল্পের সময়কালঃ মার্চ ২০১৮ থেকে ডিসেম্বও ২০২১

দাতা সংস্থাঃ ইউএনএপপিএ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, হ্রাস এবং মাল্টি-সেক্টোরাল রেসপন্স সেবাসমূহের যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সারাদেশে তার প্রভাব ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার ও সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালীকরণ

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- তিনটি উপজেলায় সহিংসতার শিকার হওয়া ও সাধারণ নারীরা
- তিনটি উপজেলার কন্যা শিশুরা
- উপজেলা সমুহের যুব সমাজ ও সাধারণ জনগণ
- উপজেলা সমুহের বাইশটি ইউনিয়নের এনএনপিসি কমিটি ও মাল্টি সেক্টরের সদস্য সমুহ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. টেকনাফ, উখিয়া ও রামু উপজেলায় বাইশটি ইউনিয়নে এনএনপিসি কমিটি পুনর্গঠন
২. ২২টি ইউনিয়নে ১৯৮টি ওয়ার্ডে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপ গঠন
৩. ৩টি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এনএনপিসি কমিটি পুনর্গঠন
৪. সহিংসতার শিকার হওয়া ২১৮জন নারীকে কেইস ওয়ার্কার কর্তৃক সহায়তা প্রদান
৫. কোর্ট হেল্প ডেস্কে ৮৭টি অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে ২৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. নিরক্ষরতা ও মাদকাসক্তির কারণে কক্সবাজার এলাকার লোকজন নারীর প্রতি সহিংসতার মতো কোনও অপরাধ করার আগে ভাবছে না। তাই এই প্রকল্প শুরু পর লোকজন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য আমাদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে।
২. উখিয়া, রামু ও টেকনাফ উপজেলায় বাইশটি ইউনিয়নে মোট ১৯৮ টি ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ফোরাম করা হয়েছে।ফলে এই সব এলাকায় এখন যে কোন সহিংসতার খবর খুব দ্রুত আস্থা প্রকল্প জানতে পারছে এবং সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে ও সাধারণ জনগণের মাঝে প্রকল্প সম্পর্কে জানাজানি হচ্ছে।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রকল্পের স্টাফদের কেইস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ</td>
<td>জেলা পর্যায়ে মাসিক অগ্রগতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক সভা</td>
</tr>
</table>

১০.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ইপসা প্রধান কার্যালয়**

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মোন্নয়নের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়ন র্কমীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীরা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন
২. দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি আয়োজন
৩. DRC নিয়মিত মান উন্নয়ন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. **অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে।**
২. **ডিআরসি'র কাজের মানন্নোয়ন হয়েছে। ডিআরসি' কার্যক্রম পরিদর্শন করে 'আলোঘর' প্রকাশনা থেকে বই অনুদান প্রদান করেছে।**

ডিআরসি কর্তৃক এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস ২০১৮ উদযাপন

গারস বাংলাদেশ এর কর্মকর্তবৃন্দ ইপসার সাথে মতবিনিময় করেন

১১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র বিমোচন ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২১ ইং

দাতা সংস্থাঃ HSBC

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড ও মীরশরাই উপজেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সীতাকুণ্ড ও মীরশরাই উপজেলার ১৩০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ৬৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ বিতরণ ২৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চোখের চিকিৎসা এবং ১৭ জন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নাক,কান ও গলার চিকিৎসা করানো হয়।
২. ১৭৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৭টি আয়বৃদ্ধিমূলক (পোলট্রি, বাশঁ বেতের কাজ, গাবদী পশু পালন ও কৃষি কাজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩. ৮টি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী পাঠ করণ করানো হয়।
৪. ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়।

সাহিকে নাক,কান ও গলার চিকিৎসা শেষে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা	গাবদী প্রাণি পালন প্রশিক্ষনের শেষে প্রাণির ঔষধ নিচ্ছেন একজন প্রতিবন্ধী সদস্য

১২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রোটেক্ট এনভায়রনমেন্ট ট্রু ওমেন এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপম্যান্ট প্রোগ্রাম ইন সীতাকুণ্ড

প্রকল্পের সময়কালঃ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং

দাতা সংস্থাঃ HSBC

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার দারিদ্র নারীদের স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে দরিদ্র নিরসর ও পরিবেশ সংরক্ষনে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সীতাকুণ্ড উপজেলার ৪০০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ৪০০ জন দরিদ্র নারীদের ২৫ সংগঠনে সংগঠতিকরণ
২. ৩৫০জন নারীকে ১৪টি আয়বৃদ্ধিমূলক (সেলাই, পোলট্রি, বাশঁ বেতের কাজ, গাবদী পশু পালন ও কৃষি কাজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩. ১২ টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষনের ৩০০ জন নারী
৪. আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৯ পালন

নারীদের নিয়ে ইস্যু ভিত্তিক উঠান বৈঠক	কোয়েল পাখি চাষ করে স্বাবলম্বী একজন নারী উদ্যোক্তা

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে যেখানে যুবদের কর্মসংস্থান, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ এর আওতাধীন নিম্নল্লিখিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে।

১. কর্মসূচির নাম ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

কার্যক্রম শুরু ঃ ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান

কর্ম এলাকা ঃ

জেলা ঃ ৯টি (চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ফেনী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, বান্দরবান, কক্সবাজার এবং নোয়াখালী)।
উপজেলা ঃ ৩০টি। ইউনিয়ন এবং পৌরসভা ঃ ১৮৯টি । গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ ৯২১টি।

ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্য ঃ

ক) সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম বিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
গ) স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
ঘ) উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
ঙ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
চ) উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
ছ) সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ ঃ

১) গ্রুপ গঠন
২) সঞ্চয় সৃষ্টি
৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন
৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম
৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৭) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্ট সমূহ ঃ

১. সঞ্চয় কর্মসূচি

১.১) সাধারণ সঞ্চয়। ১.২) মুক্ত সঞ্চয়। ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

২. ঋণ কর্মসূচি ঃ

২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন
২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম ঋণ ২.৬) আইজিএ ঋণ
২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ
২.১০) আবাসন ঋণ ২.১১) আরসিসি ঋণ

দাতা গোষ্ঠী/সহযোগী সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং নিজস্ব ফান্ড ।

কর্মসূচির অর্জনসমূহঃ

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার
৫৭	৫১,৫৩৮	৩৮,৯৫৭	৩৯,৭২,৭৪,৬৮৫	১,২২,৩৫,৪৭,৯৯৬	৮,০৮,৪৪,০৭,০০০	১৪,৮৩,০২,৩১২	৯৯.২৮%

সেনেরহাট শাখায় প্রথম ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে

টার্কি মুরগী পালনে একজন সফল সদস্য

২. কর্মসূচি/ প্রকল্পের নামঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১০ সাল থেকে চলমান

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

- সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলা
- কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা
- পানছড়ি ইউনিয়ন পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ইউনিয়নে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণ, টেকসই উন্নয়ন, মানবিক বিকাশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা সামগ্রীক উন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী ঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে- ৬৩৩১ পরিবার, কলমপতি ইউনিয়নে- ৩৩৩৫ পরিবার এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ২১২০ পরিবার।

কর্মসূচির মূল অর্জনসমূহঃ

১. সৈয়দপুর ইউনিয়নের ৪৫ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, কলমপতি ইউনিয়নে- ২০ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ২৫ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১২০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে লেখাপড়ায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২. ৩টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৭৮১২ জন ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৯৭৭২ জন ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৩. স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে সৈয়দপুরে ১৭ জন, কলমপতিতে ১৩ জন এবং পানছড়িতে ১০ জন ব্যক্তিকে সফলভাবে চোখের ছানির চিকিৎসা এবং অপারেশন করানো হয়েছে।

৪. সৈয়দপুর ইউনিয়ন, কলমপতি ইউনিয়ন এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ৩৩ টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১২৭৩ যুবদের উদ্বুদ্ধ করে এলাকার রাস্তা ঘাট সংস্কার, বাল্যবিবাহ রোধ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ করা।

৫. ৩টি ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবারকে ৩০০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত পারিবারিক ল্যাট্রিন বিতরণ।

৬. সৈয়দপুর ইউনিয়ন, কলমপতি ইউনিয়ন এবং পানছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রে ৯টি টিউবওয়েল ও ৯টি পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন এবং ৩টি ইউনিয়নে কমিউনিটি ভিত্তিক ১১টি গভীর নলকুপ করা হয়েছে

৭. ৩টি ইউনিয়নে ২২ জন ভিক্ষুক পূণর্বাসন (উদ্যোমী সদস্য) করা হয় এবং তাদের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতার ফলে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এখন সচেতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছে তারা। পক্ষান্তরে স্কুল ভিত্তিক ছাত্রীদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সভা করার ফলে তারাও সচেতন হয়েছে।

২. আমাদের শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার মানুষ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখেছে। যার ফলে এলাকার মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠাচ্ছে।

৩. নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ফলে এলাকায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি আগের চেয়ে অনেক কম পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প

বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কর্মসূচির সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৫ইং হতে চলমান

কর্মএলাকাঃ সংস্থার ৫৭টি এমএফ এন্ড এমই শাখার আওতাধীন

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

লক্ষ্যঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১০৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ১০৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করণ, যার মধ্যে ৯৬৬ জন ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে।

২. ৩৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ করা হয়েছে।

৩. ২৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাদের বাস্তবায়িত কার্যক্রম আরো ভালোভাবে করার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ বিতরণ ৩৪,৪৪৯,০০০এবং ঋণ স্থিতি: ১১,৬৭২,৭১৮।

৫. সবজি চাষ ও নেতৃত্ব ও যোগাযোগ উন্নয়ন এর উপর ৯৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীতাকুণ্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী পালনের র‍্যালীর একাংশ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ ব্যবহার করে নিজের রিক্সা চালাচ্ছেন একজন প্রতিবন্ধী

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ "মাঁচা পদ্ধতি প্রযুক্তি সম্প্রসারন, মানসম্মত উপকরন ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা সহজলভ্যকরন এবং বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ছাগলপালনকারী উদ্যেক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প "

প্রকল্পের সময় কালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০।

সহযোগী সংস্থাঃ পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ উন্নত প্রাণি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ছাগল পালনকারী ৫০০০ পরিবার।

প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

১. ৫১০ টি পরিবারকে মাঁচা স্থাপন, পাঁঠা সরবরাহ, মডেল ফার্ম ও হাইড্রোপনিক ফডার চাষের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।
২. কমপক্ষে ২৬৭৮ পরিবারকে পিপিআর ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও সুষম খাবার সরবরাহ সহ বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
৩. বর্তমানে ছাগলের সংখ্যা ১০০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩০০০০ হয়েছে। জনপ্রতি গড়ে ৪ টি ছাগল বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. ৩৫৪৫ জন ক্ষুদ্র খামারিকে ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে খামারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫. কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করার কারনে প্রকল্প এলাকায় নারী পুরুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, যা প্রকল্পকে টেকসই করার জন্য সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন।
২. ক্ষুদ্র খামারি উদ্যোক্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের দ্বারা উন্নত প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাগল পালন করে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিকরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।
৩. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র কর্তৃক পরিচালিত ছাগল পালন ও মাংস উৎপাদন ব্যবসা টেকসইভাবে ভ্যালু চেইন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাইড্রোপনিক ফডার পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ কর্মকর্তা

ছাগল উন্নয়ন মেলা ২০১৯ এ ষ্টল পদির্শন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯

কর্মএলাকাঃ সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড মুছাপুর ইউনিয়ন,সন্দ্বীপ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ।

লক্ষ্যঃ প্রবীণদের মর্যদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবমনান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১৪৬৮ জন প্রবীণ ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।সন্দ্বীপ পৌরসভা ৬৬৭ জন পরিবার,মুছাপুর ইউনিয়ন ১০২৬ জন পরিবার জরিপকৃত প্রবীণ পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়ন এবং সন্দ্বীপ উপজেলা মুছাপুর ইউনিয়ন ও সন্দ্বীপ পৌরসভার মোট ২৫০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসে ৬০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান হয় ।

২. সৈয়দপুর এলাকার ১০০ জন দরিদ্র ও চাহিদা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তিকে কম্বল, টর্চ লাইট ১০জন, ছাতা,৩৩ হুইল চেয়ার, ক্যাচ ও অন্যান্য লাঠি ২০ জনকে প্রদান করা হয়।শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মননা পদক ৩ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মননা পদক ৫জন শ্রেষ্ঠ বয়স্ক প্রবীণ এক সহ মোট ০৯ জন কে সম্মননা পদক দেওয়া হয়েছে।

৩. সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়ন এবং সন্দ্বীপ উপজেলা মুছাপুর ইউনিয়ন ও সন্দ্বীপ পৌরসভার মোট ৩০০জন প্রবীণ ব্যক্তিকে কম্বল বিতরণ হয়েছে।

৪. এলাকার ১৭৮ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, ঔষধ ও ফিজিও থেরাপী প্রদান করা হয়।

৫. ১৮০ জন প্রবীণ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব উন্নয়ন, যোগাযোগ ও মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষন ও ৯০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে আয় বৃদ্ধিমুলক কাজে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃর্ত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা ১৯ জনকে দেওয়া হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা প্রদান করার ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে।

২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে মর্যদার সাথে বসবাস করতে পারে।

৩. প্রবীন ব্যক্তিরা শারিরীক ও মানসিক ভাবে ভালো আছে।

৪. প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্য সামাজিক কেন্দ্র খুবই প্রিয় একটি

প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প	**প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা**	**প্রবীণ ব্যক্তিদের মাঝে টর্চ লাইট বিতরণ**

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮

কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম ও পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

লক্ষ্যঃ শিশু-কিশোর - তরুণদের সুকুমার বৃত্তি, মননশীলতার উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, প্রতিভার বিকাশ, সুশিক্ষায় শিক্ষিত, সুসংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্পন্ন করা, ভালো মূল্যবোধ গড়ে তোলাসহ তাদের মননে নানামূখী ইতিবাচক উন্নয়ন করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ সীতাকুণ্ডের ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা বিভাগ এবং পানছড়িে ৬টি বিদ্যালয় এর ছাত্রছাত্রী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৯০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, চিত্রাংকন, সাধারন জ্ঞানের কুইজ ও সুন্দর হস্তলিপি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
২. ২৪০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লেখালেখি, বিতর্ক, আবৃত্তি ও শুদ্ধউচ্চারণ বিষয়ক বিষয়ক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়।
৩. ৩৪ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উপজেলা ভিত্তিক নজরুল সংগীত. রবীন্দ্র সংগীত ও দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগিতা
৪. ৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আন্তঃ স্কুল (উপজেলা ভিত্তিক) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৫. সীতাকুণ্ডে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম একেএম মফিজুর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেয়েদের খেলায় সীতাকুণ্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ছেলেদের খেলায় সাদেক মস্তান(রঃ) উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়।
৬. আন্ত স্কুল কাবাডী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খেলায় বাড়বকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সৃজনশীল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল ও মননশীল উন্নয়ন সম্ভব।
২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে মেয়েরা দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম।

আন্ত বিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের একজন বক্তব্য রাখছেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম একেএম মফিজুর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টে মেয়েদের খেলার একাংশ

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

ইপসার ক্ষুদ্রঋণ সদস্যদের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকাররত্ব হ্রাস, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৩,৫০০জন

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কৃষি প্রধাণ বাংলাদেশের কৃষকদেরকে আধুনিক ও নিরাপদ জৈব চাষাবাদে অভ্যস্থ করানোর লক্ষ্যে কৃষি খাতে ১৬৯ টি, মৎস্য খাতে ২১৭ টি এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ৩৮৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন
২. চাষীদেরকে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি-টার্কি পালন ও হ্যাচারী স্থাপন, ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ, ফ্রুট ব্যাগ ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নিমিত্তে ইউনিট হতে মোট ১৭টি মাঠ দিবস পালন ও খামারী উদ্বুদ্ধ করণ
৩. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন বিষয়াদির উপর ৪১টির অধিক উন্নতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৪. এলাকার জনগণের মাঝে উচ্চমূল্যের ও উচ্চফলনশীল ফসলের চাষ, মাছ ও প্রাণির খামার গড়তে উদ্বুদ্ধ করা যেমন-ড্রাগন ফল,বেবি তরমুজ,গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ভেটকি মাছ ও চিংড়ি চাষ, কাঁকড়া মোটাকতাজাকরণ, উন্নত জাতের গাভী পালন, খাসী মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি।

৫. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে ইপসা'র ৫০০০ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিনামূল্যে কারিগরী সেবা প্রদান

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন।

২. সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও আয় বৃদ্ধি করা গেলে জীবনমান উন্নত হয় ।

পুকুরে মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ

বসতভিটায় জৈব সবজি চাষের বাগান পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা বৃন্দ

টার্কি ও টার্কি খামারী

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ "উচ্চ ফলনশীল বার্হি জাতের খেজুর চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ " শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ২৪ মাস

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ উচ্চ মূল্য ও মানের ফল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১ জন

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. উচ্চমূল্য মানের ফল চাষে এলাকার জনগণ আগ্রহী হচ্ছে ।

২. পাহাড়ি পতিত জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে।

৩. মূল ফসলের সাথে আন্তঃফসল চাষাবাদ করে পারিবারিক পুষ্টির পাশাপাশি আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

৪. কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৫. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. পাহাড়ি ভুমিতে স্থানীয় স্বল্প মূল্যের এবং স্বল্প উৎপাদনের ফসল চাষাবাদ না করে উচ্চমূল্যের ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষাবাদ করলে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

২. নিয়মিত আগাছা পরিস্কার ও পরিচর্যা করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন-১৬ হতে এপ্রিল-২০১৯

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ এন্ড বিশ্ব ব্যাংক

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, মীরসরাই ও ফেনী জেলার ইপসা এমএফএন্ডএমই শাখা এলাকা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা এমএফএন্ডএমই প্রোগ্রামের সদস্য

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কর্মএলাকায় ৩৫২০ জন সদস্যকে ওবিএ স্যানিটশেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।
২. ৪টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন বিষয়ে ৫৬ জন উদ্যোক্তা তৈরী করা।
৩. ৫৬ জন উদ্যোক্তাকে স্যানিটেশন লেট্রিন এর উপকরণ তৈরীর জন্য ১০,২০,০০০ টাক ঋণ প্রদান করা হয়।
৪. এমএফএন্ডএমই প্রোগ্রামের সদস্যদের স্যানিটেশন লেট্রিন স্থাপনের জন্য ৩৪৮,১৩,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়
৫. ওবিএ স্যানিটশেন লেট্রিন নারী ও কিশোরীদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ সম্পন্ন একটি লেট্রিন।
৬. ওবিএ স্যানিটশেন কর্মসূচির মাধ্যমে ইপসা ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ওয়ার্ড ব্যাংক কর্তৃক সেরা কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বীকৃতি অর্জন করে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. নতুন প্রজন্মের কম খরচে বিনা সুদে ঋনের মাধ্যেমে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন।
২. পরিবেশ সম্মত, ময়লা দেখা যায়না এবং র্দুগন্ধ মুক্ত ল্যাট্রিন।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৯

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

১. রেড চিটাগাং ক্যাটল পালন সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরিকরণ করা।
২. উক্ত গরুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌলিকমান উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ২২৫ পরিবার

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. মাঠ পর্যায়ে ১০২ টি আরসিসি গাভীর প্রদর্শনী স্থাপন এবং ১২০ টি প্রতিরুপায়নী খামার সৃষ্টি।
২. সংস্থা পর্যায়ে ১ টি ব্রিডিং স্থাপন।
৩. ১০ টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় ৮০০ প্রাণিকে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান।
৪. ১১০ জন সদস্যাকে আরসিসি কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।
৫. ২৩১ জন সদস্যকে ৯২,৪৬০০০/- টাকার আরসিসি ঋণ বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আরসিসি জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
২. আরসিসি জাত সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জনগন উক্ত জাতের গরু লালন পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

আরসিসি গরু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	আরসিসি গাভী পালনকারী নারী উদ্যোক্তা

১১. প্রকল্পের নামঃ "চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে ইকো টুরিজম শিল্পের উন্নয়ন"শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদঃ আগস্ট, ২০১৮ইং - জুলাই, ২০২০ইং পর্যন্ত। **সহযোগী সংস্থাঃ** পিকেএসএফ

সেক্টরঃ পর্যটন শিল্প **সাবসেক্টরঃ** ইকো-ট্যুরিজম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ

জেলা	উপজেলা	দর্শনীয় স্থানসমূহ
চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	ভাটিয়ারি হ্রদ, কুমিরা ফেরিঘাট, বাঁশবাড়ীয়া সমুদ্র সৈকত ও ঝরঝরি ঝর্ণা, সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত, বারৈয়ারঢালা জাতীয় উদ্যান, সৈয়দপুর সমুদ্র সৈকত।
চট্টগ্রাম	মিরসরাই	মহামায়া ইকোপার্ক, রাবার ড্যাম, খৈয়াছড়া ঝর্ণা, নাপিত্তাছড়া ঝর্ণা, কমলদহ ঝর্ণা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকস্ই জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রকল্প এলাকার স্থানীয় (১০০০ জন) সার্ভিস প্রোভাইডার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সার্ভিস প্রভাইডারদের "ইকোট্যুরিজম এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক ওয়ার্কশপঃ এর আওতায় এই পর্যন্ত ৪২০ জন সার্ভিস প্রভাইডারকে ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের সার্ভিস প্রদানে দক্ষ করা হয়েছে।

২. হোম স্টে সার্ভিস উন্নয়নঃ এর আওতায় এখন পর্যন্ত ৮টি উপযুক্ত বাড়িকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের থাকার জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত বাড়িসমূহেকে এয়ারবিএনবি এবং স্টে এন্ড রাইড ইত্যাদি ওয়েব সাইটে নিবন্ধন করিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩. ট্যুর গাইড উন্নয়নঃ এই কার্যক্রমের আওতায় ১০জন সার্ভিস প্রভাইডারকে প্রশিক্ষণে পাঠানোর মাধ্যমে ট্যুরিস্ট গাইডিংয়ে দক্ষ করে তোলা হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাদের ১০,০০০ টাকা করে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

৪. হাউস কিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ ও অন্যান্য সার্ভিস উন্নয়নঃ এই কার্যক্রমের আওতায় ১০জন সার্ভিস প্রভাইডারকে প্রশিক্ষণে পাঠানোর মাধ্যমে হাউস কিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, ফটোগ্রাফি ইত্যাদিতে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৩ জনকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী ১০,০০০ টাকা করে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।

৫. টয়লেট এন্ড বাথরুম সার্ভিস উন্নয়নঃ এর আওতায় উপযুক্ত সার্ভিস প্রোভাইডার বাছাইয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভিত্তিতে ২টি টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের ফলাফলঃ প্রকল্প থেকে ১০০০ জন সার্ভিস প্রভাইডার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ২০টি ট্যুর অপারেটরদের সাথে স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডারদের সংযোগ করানো হবে। ট্যুর অপারেটরগণ উক্ত সার্ভিস প্রভাইডারদের সহায়তায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের প্রকল্পভুক্ত স্থানে ভ্রমণ করাচ্ছেন। এতে স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডার তাদের সার্ভিস বিক্রয় করে আয় করছেন। অপরপক্ষে ট্যুর অপারেটর দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের অপারেশনাল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ নিচ্ছেন। ইপসার ঋণ কার্যক্রম হতে ইকো-ট্যুরিজম সম্পর্কিত উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রবাহ সহজপ্রাপ্য করা হয়েছে। এ ধরণের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকসইভাবে জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরী শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।

ফটোগ্রাফি কোর্সে অংশগ্রহণ করছে ছয়জন সার্ভিস প্রভাইডার	ট্যুরিস্টদের বিউটিফিকেশনের সার্ভিস চালু করেছেন সার্ভিস প্রভাইডার শিল্পী সাহা	ট্যুরিজম বিষয়ক ইস্যু ভিত্তিক কমিউনিটি সভা

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি

প্রকল্পের সময়কাল ঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ চকরিয়া ,কক্সবাজার জেলা এবং নাইক্ষ্যংছড়ি , বান্দরবান জেলা ।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ

১. তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবং ফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাস- মুরগী পালনের মাধ্যমে কৃষকের বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

২. তামাক পোড়ানোজড়িত পরিবেশ দূষন ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করা সহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ২০০ জন তামাক চাষী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২০০ জন **তামাক চাষীকে** প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাদ, পার্সিং ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

২. ১৫০ জন চাষীকে প্রানী ও কৃষি বিষয়ক উদ্যেক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

৩. ২০ জন চাষীকে " কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

৪. বিকল্প উপায়ে সার উৎপাদনের (ট্রাইকো কম্পোষ্ট) লক্ষ্যে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

৫. গাভী পালন , মাচায় ছাগল পালন ও গরু মোটা তাজাকরণ বিষয়ক ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪৫ জনকে উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরা এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

২. তামাক চাষের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারছে।

উদ্যোক্তাতাদের মাঝে বিবিধ ফলের চারা বিতরণ	জৈব বালাই নাশক তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা - বিএসআরএম লাইভীহুড প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৬-২০২১ **দাতা সংস্থাঃ** বিএসআরএম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ মীরশরাই উপজেলার মীরশরাই, খৈয়াছড়া, ওয়াহেদপুর ও করেরহাট ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৩৫০ জন দরিদ্র নারী ও পুরুষ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগন ২০০০০-৩০০০০/ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
২. ঋণ সুবিধার মাধ্যমে ৩১০ জন নারী-পুরুষ বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্ব-নির্ভরশীল হচ্ছে।
৩. ২৫ জন সদস্যকে কৃষি কাজের উপর প্রশিক্ষন প্রদান

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের স্বাবলম্বী করতে পারে।

লাইভীহুড প্রকল্পের ঋণে গাভী পালন	ঋণের মাধ্যমে সমতলে একজন ধান চাষী

১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ " শিমের বীজ (খাইস্যা) প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি " শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৮ মাস

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্যঃ শিমের শুকনা বীজ (খাইস্যা) প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা ও আয় বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্যঃ

২. শিমের মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করা।
৩. বছর জুড়ে শিমের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ২০০ জন

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সারা বছর ব্যাপী খাইস্যার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে ।
২. শিমের শুকনা বীজ (খাইস্যা) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে স্থানীয় ১টি ব্যান্ডের সৃষ্টি হয়েছে।
৩. প্রকল্পের আওতায় ২০ জন উদ্যোক্তার শিমের শুকনা বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. শিমের শুকনা বীজের প্রচার-প্রচারনার জন্য ১টি ভিডিও টিজার প্রস্তুতের কাজ চলছে
৫. শীম বীজ উৎপাদন,খাইস্যা প্রস্তুতকরণ এবং খাইস্যার চাহিদার উপর ভিত্তি করে কর্মএলাকায় একটি জরিপ কাজ সপন্ন করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. ডিহাইড্রেটর মেশিনে শুকিয়ে খাইস্যা সংরক্ষণ করে সারা বছর ব্যাপী খাইস্যার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।
২. সারা বছর ব্যাপী উচ্চ মূল্যের শিম চাষাবাদ করে কৃষকরা আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারে।

ডিহাইড্রেটর মেশিনে বিভিন্ন বীজ/সবজি শুকানো হচ্ছে	ডিহাইড্রেটর মেশিনের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বৃন্দ

১৫. কর্মসূচির নামঃ ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

কর্মসূচির সময়কালঃ চলমান

কর্মএলাকাঃ ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টার সীতাকুণ্ডের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিও থেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুণ্ড উপজেলা,সন্দীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

কর্মসূচির লক্ষ্যঃ ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য :

- প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতি
- প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।
- স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।
- ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও দূর্ঘটনাজনিত রোগীসহ থেরাপীপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপী প্রদান করা হয়।

২. এলাকার ৪২৭ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

২. থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ফিজিও থেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ করছে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	ফিজিওথেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ করছে নারী রোগী

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এখানকার প্রধান দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো হচ্ছে বনা, খরা,ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পরিবেশের অবক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, ভূমি ধ্বস, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ভূমিকম্প, শৈত্য প্রবাহ, বর্জপাত, টর্নেডো, সুনামী ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এবং সম্প্রতী মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স। মায়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীত করনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। নিম্নে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতাধীন চলমান কার্যাবলীগুলো উল্লেখ করা হল।

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরীর প্রস্তাবণা।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৮ থেকে জুলাই ২০১৯ ইং।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলা
দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্ট্রিস রেজিলেন্স ফান্ড (Climate Justice Resilience Fund (CJRF)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক পরিকল্পিত পুনর্বাসন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া এবং উপজেলার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবার ।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

১. জরীপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৩০০ জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার সনাক্তকরণ ।
২. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনবার্সন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ২০টি কমিউনিটি টিম গঠন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির সচেতনায়ন ও পূনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালে নর জন্য জলবায়ুস্থানচ্যুতমানু ষের সমন্বয়ে গঠিত টিমগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ১০টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
৩. জলবায়ুগত স্থানচ্যুত মানুপেুনবার্সন প্রক্রিয়ায় জনগ ষরণের সম্পৃক্ততার কৌশলগত পরিকল্পনা ,কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্পের ঝুকিঁ কাঠামো তৈরী।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. কমিউনিটি মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত কার্যকর পুনর্বাসন ও তাদের দূর্ভোগ লাঘব সম্ভব।
২. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও জনগণের সম্প্রক্ততার কৌশলসমূহ বিবেচনা করে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।
৩. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হলে তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন সম্ভব।

বাঁশখালী উপজেলায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের ঝুঁকি নিরূপণে কর্মশালা	কুতুবদিয়ায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠক নিরূপণে কর্মশালা

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ হাউজিং ল্যান্ড ও প্রোপারটি রাইট্স ইনিসিয়েটিভ

প্রকল্পের সময়কালঃ মে, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ (১ বছর ৮ মাস)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও সন্দ্বীপ উপজেলা

দাতা সংস্থাঃ ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশন (Displacement Solutions)

প্রকল্পের লক্ষ্য: জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের সমস্যা নিরসনে অধিকার ভিত্তিক কাজ চিহ্নিতকরন এবং তাদের ঘর, ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানচ্যুত সম্প্রদায়

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ ঃ

১. সীতাকুন্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়নে পুনবার্সন প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয় ও রেজিষ্ট্রেশন সম্পূর্ণ
২. ঘরের নকশা অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয়েছে।
৩. পুনবার্সনের জন্য সন্দ্বীপ উপজেলার জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার চুড়ান্ত করণের জন্য জরীপের কার্যক্রম চলমান।
৪. প্রকল্পের প্রথম ধাপে সৈয়দপুর ইউনিয়নে পুনবার্সিত ৪টি পরিবারের টেকসই জীবনজীবিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. ইথিওপিয়ায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তজার্তিক সম্মেলন ইপসার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. বিচ্ছিন্নভাবে পুনবার্সন নয়, কমিউনিটি মানুষের বসতির অভ্যন্তরেই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের কার্যকর পুনর্বাসন ফলপ্রসু
২. টেকসই জীবনজীবিকার নিশ্চয়তা ও কমিউনিটির মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনবার্সন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রয়াস -২, একটি নগর ভিত্তিক ঝুকি হ্রাস প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ আগষ্ট ২০১৮- জুন ২০২৩ **দাতা সংস্থা ঃ** সেভ দ্য চিলড্রেন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ৭ ও ১৯ নং ওর্য়াড, চট্টগ্রাম জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারনের দুর্যোগের প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বুদ্ধি করা, যাতে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন আঘাত ও চাপের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১০০ জন আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার (৫ বছরে ২০০জন ৪ ওয়ার্ডে)
- ৭ নং এবং ১৯ নং ওর্য়াড দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি
- কমিউনিটি এবং স্কুল শিশু, কর্মজীবি নারী, শিশু ও যুব দল, নারী দল, কেয়ারগিভার,
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষ, দুর্যোগ এবং ব্যবস্থাপনা ত্রান মন্ত্রণালয়, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রশাসন
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া এবং একাডেমিয়া, ক্লাব ও মহল্লা কমিটি

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. চট্টগ্রাম জেলার ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ও ১৯ নং দক্ষিন বাকলিয়া ওয়ার্ডে ৪টি নারী দল, ২ টি শিশু ও যুব দল গঠন করা হয় এলাকায় দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস প্রশমনের লক্ষ্যে।

২. ৫০ জন করে দুই ওয়ার্ডে মোট ১০০ জনের আরবান কমিউনিটি ভলেন্টিয়ারের ২ টি দল গঠন, তারা এলাকার ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা এবং প্রথম সাড়া প্রদানকাজ করবে এবং যে কোন দুর্যোগ সংগঠিত হলে উদ্ধার কাজে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর (FSCD) মাধ্যমে ৭ নং ওয়ার্ডের কমি্উনিটি ভলেন্টিয়ারদের ৩ দিনের ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয় (মোট ৪টা ওয়ার্ডে ২০০জন ভলান্টিয়ার ৫ বছর)।

৩. দুটি ওয়ার্ডে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়, এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন ওর্য়াড কাউন্সিলর এবং সহ সভাপতি হচ্ছেন নারী কাউন্সিলর। এ দুটি কমিটিকে সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিনিধি ১ দিনের ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব,কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করেন। এছাড়া ৪ টি স্কুলে ২৫ জন করে মোট ১০০ সদস্য বিশিষ্ট স্কুল কাউন্সিল তৈরী করা হয় ।

৪. প্রকল্পের চট্টগাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে ত্রিপক্ষিয় চুক্তি স্বাক্ষরীত হয়।

৫. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রাঙ্গনে ১টি এবং ডিসি অফিসের সাথে যৌথভাবে সুন্নীয়া আহমদিয়া অলিয়া মাদ্রাসায় ১টি মকড্রিল সম্পূর্ণ হয়েছে এতে প্রায় ৭৫০০ ছাএ-ছাত্রী এবং ৩০০ এর বেশি লোকজনের সমাগম হয়।

৬. ৭ ও ৩৫ নং ওয়ার্ডের অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৬২ পরিবারকে নগদ ১১৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। এতে ৭ নং ওয়ার্ডে মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং ১৯ নং ওয়ার্ডে অতিরিক্ত জেলা প্রসাশক (সার্বিক) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

৭. এ প্রকল্পের আর একটি বড় অর্জন হচ্ছে ৭ নং ওয়ার্ডের রৌফাবাদ এলাকায় ব্রাকের যৌথ সহযোগীতায় প্রায় ৯ লক্ষ্য ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে শীতল ঝর্ণা ব্রীজ নির্মাণ (চলছে)। এখানে ইপসা প্রয়াস প্রকল্প ৪ লক্ষ্য টাকা এবং ব্রাক ও ওয়ার্ড অফিস বাকী টাকা (বা এর অধীক প্রয়োজন হলে) ব্রীজ নির্মাণ খাতে ব্যয় করবে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. ওয়ার্ড পর্যায়ে নামমাত্র ৭ জনের ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল কিন্তু কোন কার্যক্রম ছিল না, সে কমিটি এখন ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে (SOD অনুযায়ী) এবং প্রতিমাসে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. নারী ও শিশুদের কে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করণ এবং ফায়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে সেশন প্রদান, এতে করে দুর্যোগে নারী ও শিশুর ক্ষতির পরিমান হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. সিটি কর্পোরেশন এর সাথে বহুমুখী আপদ পরিকল্পনা তৈরী করা।

৪. ক্লিন, গ্রীন, ও সেইফ সিটি তৈরীতে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ও শিশু/ যুবদের তৈরী করা ।

৫. কর্ম এলাকায় দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস কার্যক্রমের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন লিফলেট, ষ্টিকার, পোষ্টার, ফেষ্টুন, দুর্যোগ বার্তা সংবলিত সাইন বোর্ড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, ডাষ্টবিন, ফ্লিপ চার্ট বিতরণ, দেওয়াল লিখন, বৈদ্যুতিক ত্রুটি নিরুপণ কার্যক্রম এবং মকড্রিল প্রদর্শন এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চত্তরে মেয়র মহোদয়ের মকড্রিল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বিডি ডাব্লিউ এফ পি জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম ইন কক্সবাজার রোহিঙ্গা রেসপন্স

প্রকল্পের সময়কালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** সেইভ দা চিলড্রেন ও ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য বিতরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ৫০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবার
- প্রায় ২৫০০০০ শিশু, নারী সহ আবাল বৃদ্ধ বনিতা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে চার ক্যাটাগরিতে মাসে দু'বার করে সাধারণ খাদ্য সামগ্রী যেমন চাল, তেল ডাল বিতরণ করা হচ্ছে।
২. সেপ্টেম্বর ১৭ হতে এপ্রিল ১৯ পর্যন্ত ৪০০৬৭.৯৮৫ মেট্রিক টন চাউল, ১০৬৭০.২৪৯ মেট্রিক টন ডাল ও ৩৩২৮.৪৪২৬ মেট্রিক টন ভেজিটেবল অয়েল বিতরণ করা হয়েছে।
৩. প্রাথমিক অবস্থায় দুটি বিতরণ কেন্দ্র হতে খাদ্য বিতরণ করা হলেও বর্তমানে ৭টি বিতরণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।
৪. মে ২০১৯ হতে ক্যাম্প ১৭ ও ১৩ তে দুটি ই শপ পরিচালনা করছে ইপসা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আন্তরিক ও কমিটেড স্টাফ যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম।
২. সংস্থার পরিচিতি মাঠ পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় সহজেই গ্রহযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।
৩. নারী সমাবেশ, ফোক সংগীত, উঠান বৈঠকের মধ্যে পরিবারে আর সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে মহিলারা অবগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মসূচি আরো বেশী করে করার জন্য ইপসা প্রতিনিধিদের অনুরোধ করে থাকেন।

রোহিঙ্গাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ

ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম এর প্রতিনিধি ক্যাম্প পরিদর্শন

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ Provision of Female Dignity Kit for Vulnerable Myanmar Refugees in Kutupalong, Ukhia, Cox's Baza

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯ দাতা সংস্থাঃ জাপান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমারজেন্সি (জেএডিই)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা'র বালুখালী ক্যাম্প ১১ ও ১২

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের **১০-১৮ বছরের কিশোরী ও** যুব নারী **দের** প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উত্তরণ সহ প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী বিতরন (ডিগনিটি কিট)।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- বালুখালী ক্যাম্প ১১ ও ১২ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার ১০-১৮ বছরের কিশোরী যুব নারী জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা'র JADE'র সহায়তায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বালুখালী ক্যাম্প ১১

ও ১২ এর ৪৩০০ জন কিশোরী ও যুব নারী দের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি সহ তাদের আচরনের পরিবর্তন হয়েছে।

২. প্রকল্প কর্মী সহ ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবকে ডিগনিটি কিট ব্যবহার পদ্ধতি ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩. ১৪৪ টি নারী গ্রুপ গঠন এবং ২৮৮ টি সেশন পরিচালনা। প্রথম সেশন-প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ২য় টি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

৪. JADE'র সহায়তায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বালুখালী ক্যাম্প ১১ ও ১২ এর ৪৩০০ জন কিশোরী ও যুব নারী দের ডিগনিটি কিট প্রদান যার ফলোআপ বিজিট চলছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি)ঃ

১. দীর্ঘ দিনের লালীত আচরন পরিবর্তন সল্প সময়ের প্রকল্পের জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্তঃরায়।

২. ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবকে ডিগনিটি কিট ব্যবহার পদ্ধতি , প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে তারা তাদের জনগোষ্ঠিকে তাদের মত করে সচেতন করছে।

৩. নারী সমাবেশ, উঠান বৈঠকের মধ্যে ডিগনিটি কিট ব্যবহার পদ্ধতি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে মহিলারা অবগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মসূচি আরো বেশী করে করার জন্য ইপসা প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেছেন।

ডিগনিটি কিট ব্যবহার পদ্ধতি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতনতা সেশন

ডিগনিটি কিট বিতরণ

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ মানবিক সংকটে সাড়া প্রদান- বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯ ইং **দাতা সংস্থাঃ** ডিইসি ও ডিপিআরএফ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক বিশেষ করে কিশোরী ও নারীদের মনো সামাজিক সহায়তা প্রদান, কিশোরী ও নারীদের জন্য গোসলখানা ও নলকূপ স্থাপন, ডিগনিটি কিট বিতরণ, তুষের লাকড়ি বিতরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি (আউটরিচ সেশন, ওঠান বৈঠক) এর মাধ্যমে এবং নারী ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১২- ৫০ বছরের মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত কিশোরী এবং নারী
- প্রতিবন্ধী
- সহিংসতার স্বীকার কিশোরী ও নারী
- স্বামী পরিত্যাক্তা, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন নারী
- মাঝি, ইমাম, যুব সমাজ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৪০৩৫ জনকে (কিশোরী-১৬৬৪, নারী-৯৭০, কিশোর-২৯৯, পুরুষ-৪০২) কে আউটরিচ সেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়ন করা হয়।

২. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ১২৫৪২ (নারী- ৫৬২৬ ও কিশোরী-৬৯১৬) জনকে ৪ টি বিষয়ের উপর সচেতনামূলক সেশন করানো হয়।

৩. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ১৩৭০০ পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব লাকড়ি বিতরণ করা হয়।

৪. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এর মাধ্যমে (মহিলা-৩৩৬০ ও পুরষ-৯৬০) কে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন এবং ক্যাম্পের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৩২৪০ জন (মহিলা-২১৬০ ও পুরুষ-১০৮০) কে ওয়াশ,ব্যাক্তিগত সুরক্ষা, পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদির উপর সেশন করানো হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. সহজে সেবা পাওয়ার জন্য ক্যাম্প প্রশাসন, সাইট ম্যানেজমেন্ট ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং সুসর্ম্পক খুবই জরুরী।

২. ক্যাম্পে কর্মরত অন্য সেবাসংস্থার সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের ডিজাইন করলে এবং উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে আরো বেশি উপকৃত হবে।

জ্বালানী সামগ্রী বিতরণ	আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ রোহিঙ্গা নারী ও বালিকাদের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা ও তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯; সহযোগীতায়ঃ কেয়ার বাংলাদেশ ।

দাতা সংস্থাঃ সি এন্ড এ ফাউন্ডেশন।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

- হাকীমপাড়া ক্যাম্প-১৪ ব্লক(M,N,O,P,Q) জামতলী ক্যাম্প-১৫ ব্লক (E,F,G), উখিয়া, কক্সবাজার।
- হাকীমপাড়া, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড, পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার।
- জামতলী ৮ নং ওয়ার্ড, পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

স্থানীয় জন সাধারন এবং শরনার্থী সমস্প্রদায়ের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ন "প্লাটফর্ম" তৈরী করা যেখানে তারা চিত্তবিনোদন করতে পারবে এবং সামাজিকভাবে সুরক্ষিত হবে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার ঝুকিঁ হ্রাস করার জন্য নারী ও মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী, জীবন দক্ষতা, আস্থা গড়ে তোলা এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

- ক্যাম্প -পুরুষ ৮০০০, নারী ১৬০০০।
- স্থানীয়- পুরুষ ২০০০, নারী ৪০০০।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে দুইটি নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র স্থাপন ।
২. ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে ২০০০ জন বালক ও পুরুষকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
৩. ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে প্রতি গ্রুপ এ ১৫ জন করে মোট ২৪০ জন এর ১৬ টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয় এবং ৫০টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ মিটিং করা হয়।
৪. ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৬০০ জন নারীকে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৫. ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ১৪ই জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে নারীরা সহজে যাতায়াত করার জন্য পরিকাঠামো স্থাপন করা হয় (রাস্তা, কালভার্ট, বাশেঁর ব্রীজ, গোল ঘর, গভীর নলকুপ,সোলার লাইট)। এবং নারী বান্ধব কেন্দ্র সমূহ সংস্কার করা হয়।
৬. ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর উপস্থিতিতে রোহিংগা জনগোষ্ঠী প্রধানদের নিয়ে ২টি মিটিং করা হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. সহজে সেবা পাওয়ার জন্য ক্যাম্প প্রশাসন, সাইট ম্যানেজমেন্ট ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং সুসর্ম্পক খুবই জরুরী।
২. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কাজ করলে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বেশি উপকৃত হবে।

কমিউনিটি প্রধানদের নিয়ে মিটিং

কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৫.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ "Sustainable Livelihood Initiatives for the Host-Community People Highly Affected by Rohingya Influx in Teknaf, Cox's Bazar"

প্রকল্পের সময়কাল ঃ ১লা জুলাই, ২০১৮ ইং হতে ৩০শে জুন,২০১৯ ইং পর্যন্ত ।
দাতা সংস্থা ঃ অক্সফাম ইন বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ১,৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড (হোষ্ট কমিউনিটি) ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

মিয়ানমারে সংঘঠিত রোহিঙ্গাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন ও নিজ দেশ হতে বিতারিত হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বিগত ২৫ অগাষ্ট ২০১৭ ইং তারিখ হতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে । তারা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় অবস্থান করছেন। এই বিশাল আকারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অত্র এলাকায় আগমন ও অবস্থানের কারণে স্থানীয় জনগণের জীবন ও জিবীকার ব্যাপক ক্ষতি হয়। একদিকে এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য থাকার জায়গা দিতে গিয়ে স্থানীয় জনগণের আবাদী জমি গ্রাস হয়েছে অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়ের সুযোগ কমে গেছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উর্ধগতি হওয়ায় সাধারণ জনগন বিকাকে পড়েছেন । এমতাবস্থায় ইপসা' র দাতা সংস্থা অক্সফাম

ইন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় প্রকল্পটি টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ১,৩,ও ৫ ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মেয়াদকাল ১লা জুলাই ২০১৮ ইং হতে ৩ শে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত।

প্রকল্পের সামগ্রীক উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- প্রকল্পের নির্বাচিত উপকারভোগীর জন্য বসতভিটায় সব্জি চাষ/ কৃষি কাজের মাধ্যমে সল্প আয় সৃষ্টি করা এবং পারিবারিক পুষ্ঠির চাহিদা মিটানোর জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহন করা।
- স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক সতেচনা সৃষ্টিসহ ক্ষতিগ্রস্থ সামাজিক অবকাঠামোসমূহের সংস্কার করা।
- টেকশই উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্র তৈরী করা।
- নির্বাচিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকাধিন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সভা,কর্মশালা অথবা সেমিনার -এর আয়োজন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ মোট লক্ষিত উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা: ১০০০ টি

মহিলা গ্রুপ- ২৫০ জন; পুরুষ গ্রুপ-২৫০ জন; যুবক/যুবতি গ্রুপ-২৫০ জন; মহিলা প্রধান পরিবার-১০০ জন; প্রতিবন্ধি পরিবার-৫০ জন; এতিম পরিবার-৫০ জন; বয়:বৃদ্ধ পরিবার-৫০ জন।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. বসতভিটায় সব্জি চাষ/কৃষি কার্যক্রমের উপর ৫০০ টি উপকারভোগী পরিবারকে ২দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কম্পোষ্ট সার তৈরীর উপর ১দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. কৃষি এবং বসতভিটার সব্জি চাষ করার জন্য ৫০০ টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি (কোদাল, নিড়ানী, নেট , ঝাজড়ি, এবং স্প্রে মেশিন এবং প্রয়োজনী যন্ত্রপাতি) এবং শীত ও গ্রীস্মকালীন সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সব্জি বীজ বিতরন এবং সবজি বাগান পরিচর্যা করার জন্য বিকাশের মাধ্যমে নগদ ৪২০০/- (চার হাজার দুইশত) টাকা বিতরন করা হয়েছে।

৩. কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচীর আওতায় ১০০০ জন উপকারভোগী কাজ করেছে এবং ২৮ টি বিভিন্ন ধরনের স্কীম এর মাধ্যমে ১০০০ জন উপকারভোগীর প্রতিদিন ৩৫০ টাকা হারে ৩২ দিনের কর্মসংস্থান তৈরী করা হয়েছে এবং কার্যক্রম শেষে মোট মজুরী হিসাবে প্রতিজনকে মোট ১১২০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৪. দুই দিন ব্যাপী উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে নতুন এবং পুরাতন উদ্যোক্তারকে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে ১৩৫ জন নির্বাচিত উপকারভোগীর মাঝে বিকাশের মাধ্যমে ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫. নুতন ও পুরাতন ১৩৫ জন উদ্দ্যোক্তা সদস্যদের হিসাব ব্যবস্তাপনা বিষয়ক ১ দিনের রিফ্রেসার্স প্রদান করা হচ্ছে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদ ও উপকারভোগীদের সহিত সামাজিক নিরাপত্তা জনিত কর্মসূচীর আওতায় অন্তরভুক্তির জন্য (এস এস এন) ২০ শে জুন,১৯ এর মধ্যে ১টি কর্মশালা করা হবে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আধুনিক বেড, পিট এবং বস্তা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে কম্পোষ্ট সার তৈরী ও ব্যবহার করে বসতভিটায় সব্জিচাষ করার উপকারীতা এবং প্রয়োজনীয়তা কমিউনিটিতে ব্যপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সহ এ কর্মসূচিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে ।

২. নুতন এবং পুরাতন উদ্যোক্তারা স্থানীয় কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিভিন্ন ব্যাবসা পরিচালনা করে আয়ের সুযোগ তৈরী করেছে এবং দারিদ্রতা দুরিকরণ করেছে যাহা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করেছে।

৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা-ডিফাট এএইচপি রোহিঙ্গা রেসপন্স প্রকল্প , ইপসা বিজিডি-আইকিয়া-২রোহিঙ্গা রেসপন্স প্রকল্প, ইপসা বিজিডি এনএমএফএ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী শিশু শিক্ষা প্রকল্প ,ইপসা গেক রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী শিশুর জন্য শিক্ষা ও ওয়াশ প্রকল্প , ইপসা বিজিডি পুলড এপেল ফান্ড রোহিঙ্গা ক্রাইসিস প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১মার্চ ইং হতে ৩০সেপ্টেম্বর-২০১৮ইং ,১মে-২০১৮ইং হতে ৩০সেপ্টেম্বর-২০১৮ইং ,১অক্টোবর-২০১৮ইং হতে ২৮ফেব্রুয়ারী ২০১৯ইং, ১অক্টোবর-২০১৮ইং হতে ৩১ মে- ২০১৯ইং,মার্চ-২০১৯ হতে ৩১ মে-২০১৯ইং।
দাতা সংস্থাঃ ডিফাট এএইচপি ,আইকিয়া ফাউন্ডেশন, এনএমএফএ, গেক, পুলড এপেল ফান্ড।
কর্মএলাকাঃ উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার জেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অর্জনযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা শিশু এবং সাধারন শরনার্থী।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. নতুন ৬ টি সিপিএ, ১০ গার্ল ফ্রেন্ডলি স্পেস এ শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৫টি হোম বেস্ড ট্রেনিং সেন্টার- প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।
২. ১১১০০ শিশুকে ইআইই কিট ও হাইজিন কিট বিতরন করা হয়েছে।
৩. সকল ষ্টাফ ও ভলান্টিয়ার প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষন পেয়েছে।
৪. রোহিঙ্গা রেসপন্স এর সেক্টর কর্তৃক ইপসা ৩ টি ক্যাম্পে এডুকেশন ফোকাল পার্সন নির্বাচিত হয়েছে।
৫. কমিউনিটি এডুকেশন কমিটি ইপসা র কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহন করছে এবং প্রজেক্টটি নিজেদের বলে মনে করে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটির সচেতনতাকে বৃদ্ধি করা যায়,কারন আগে তারা কিশোরী মেয়েদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পাঠাতোনা,তবে এখন তারা কিশোরী মেয়েদের আমাদের সেন্টারে শিক্ষার জন্য আসতে দিচ্ছেন।
২. সরকারী অফিস ও কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কাজ সহজকরা যায়।

৭.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চাইল্ড সেন্টারড কেয়ার রেসপন্স টু রোহিঙ্গা এ্যাডোলসেন্টস (বয়েজ এন্ড গার্লস) ইন কক্সবাজার

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২৬, ২০১৮ থেকে ২৫ভেম্বর, ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** ইউনিসেফ
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য স্থাপিত বিভিন্ন শিবির /ক্যাম্প (৯,১০,১১,১২,১৮,১৪,১৫ ও ১৬) উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বলপ্রয়োগে বস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং তাদের কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা ও বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

- ১০-১৮ বছর বয়সের রোহিঙ্গা কিশোর কিশোরী এবং ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কিশোর কিশোরী/জনগোষ্ঠী
- ক্যাম্পে প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকার বসবাসকারী কিশোর কিশোরীদের অভিভাবক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ
- ক্যাম্পে নিযুক্ত সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, সাংবাদিক, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. প্রকল্পের লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর কিশোর কিশোরীদের ডেটাবেজের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তাদেরকে ৪০০ টি দলে ভাগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ।
২. প্রকল্প কার্যক্রমকে চলমান ও গতিশীল করার জন্য ২৯ টি নতুন কিশোর বান্ধব কেন্দ্র এবং ৬ টি মাল্টি পারপাস সেন্টার ও একটি শেল্টার হোমনির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে ।
৩. বহুমাত্রিক শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমকে জোড়দার করার জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ৮০ টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও ৩২০ টি মিটিং করা হয়েছে, ৬৪ ব্যাচ ৮০০ কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষন, ৩৭২ টি এলএসবি সেশন, ১ টি প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষন ২০জন কিশোর কিশোরীদের সম্পন্ন করা হচ্ছে ।
৪. মানবপাচার প্রতিরোধের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্যাম্প-এ ৮টি পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আইন নিয়ে ওয়ার্কশপ, উপজেলা পর্যায় ৪টি পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আইন নিয়ে ওয়ার্কশপ, সাংবাদিকদের নিয়ে ১টি পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আইন নিয়ে ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে ।
৫. প্রকল্পে কর্মরত বিভিন্ন কর্মী ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লিডাশীপ ম্যানেজম্যান্ট, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট, এলএসবি, মনিটরিং ও সুপারভিশন প্রশিক্ষণ এবং স্টাফ ওরিয়েন্টেশন কর্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সার্বিক শিশু সুরক্ষামূলক কর্যক্রমের গুরুত্বকে স্বল্প সময়ে ক্যাম্পে প্রতিষ্ঠিত করা ।
২. সার্বিক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পিছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কিশোর কিশোরীদের সঠিক সমাজীকীকরণ প্রক্রিয়ার
৩. সাথে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মধ্যেভালোভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন তৈরী করার প্রচেষ্টার অগ্রগতি ছিল একটি শিক্ষণীয় বিষয়।
৪. বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের মধ্যে অংশিদারিত্বের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল একটি শিক্ষনীয় বিষয় ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীবৃন্দ	ক্যাম্পে পাঠদান পদ্ধতি

৮ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ নারী ও বালিকাদের লিঙ্গ সংবেদনশীল সংক্রান্ত উন্নয়নও সুরক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৫ই সেপ্টম্বর ২০১৮ থেকে ১৪ জুন ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** কেয়ার বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নারী ও বালিকাদের লিঙ্গ সংবেদনশীল সংক্রান্ড় উন্নয়নও সুরক্ষা। শারিরীক,মানষিক ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য নারী ও বালিকা বান্ধব স্পেস পরতিষ্ঠা করা । সুরক্ষা সংক্রান্ত লিঙ্গ সংবেদনশীল সংক্রান্ত পরিকাঠামো ,উন্নয়ন,প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় পুরুষ ও বালকদের সম্পৃক্ত করা।কারিগী দক্ষতা উন্নয়নে মহিলাদের ৪ দিনের প্রশিক্ষণ সহ লাইভলিহড ও রেজিলেন্স কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

১৩-৪৫ নারী ও বালিকা ৩০,০০০{স্থানীয় কমিউনিটি ৬০০০ (পু-২০০০, ম-৪০০০) ও গেষ্ট কমিউনিটি ২৪০০০ (পু-৮০০০, ম-১৬০০০)

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

জানুয়রী'২০১৯- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে সুরক্ষষর জন্য নারী ও বালিকা বান্ধব স্পেস পরতিষ্ঠা করা

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. সহজে সেবা পাওয়ার জন্য ক্যাম্প প্রশাসন, সাইট ম্যানেজমেন্ট ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং সুসর্ম্পক খুবই জরুরী।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চ্যাম্পিয়নস আব চেঞ্জ

প্রকল্পের সময়কালঃ অক্টোবর ২০১৮ থেকে মে ২০১৯ দাতা সংস্থাঃ ইউএনএফপিএ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া এবং টেকনাফ
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ৩১৫০ জন ১০-১৯ বছরের স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু কিশোর
- প্রকল্পের আওতায় পরোক্ষ সুবিধাভোগী ৫৫০ জন স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত বয়স্ক ও ৫৫০ জন কিশোর বালক বালিকা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

২. ৬টি ক্যাম্প ও ১টি হোস্ট কমিউনিটিতে সিআইসি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রকল্প পরিচিতি সভা সম্পন্ন।
৩. ৭০ জন কমিউনিটি ভোলেন্টিয়ারের সিওসি সেশন এর উপর ৬ দিনের টিওটি সম্পন্ন।
৪. ৭০ জন কমিউনিটি ভোলেন্টিয়ারদের মাইক্রো গার্ডেনিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
৫. ৭০ জন কমিউনিটি ভোলেন্টিয়ারদেও শিশু সুরক্ষা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
৬. ৭০ জন কমিউনিটি ভোলেন্টিয়ারের মাধ্যমে ৩১৫০ জন ১০-১৯ বছরের স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু কিশোরদের সিওসি সেশন প্রদান যেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল জীবন দক্ষতা শিক্ষা, জেন্ডার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার।
৭. ৭টি দলে ৭ টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটিতে ১৩৫ জন (পুরুষ-৭৬, নারী ৫৯) কে জন্ডার - যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার - দ্বন্দ্ব নিরসন ও সহঅবস্থান এবং আচরণগত ঝুঁকি বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্যাম্প ইনচার্জ এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন।
২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. কমিউনিটির নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্মান করা।

কমিউনিটি ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	সিওসি সেশান

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের চাহিদা পূরণে সমন্বিত মানবিব সহায়তা

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেরুয়ারী'২০১৮ থেকে জুন'২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

- ক্যাম্প-১৩, বার্মাপাড়া, উখিয়া, কক্সবাজার।
- রহমতের বিল, ২ নং ওয়ার্ড, পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের অধিগম্যতা বৃদ্ধি করে তাদের রোগাক্রান্তের হার ও মৃত্যুর হার কমানো। সেবাকেন্দ্রে সঠিক, উপযুক্ত ও মর্যাদাপূর্ন "ওয়াশ" সেবা ব্যাবস্থা করে প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সংক্রমনযোগ্য রোগের প্রকোপ কমানো। প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ন "প্লাটফর্ম" তৈরী করা যেখানে তারা চিত্তবিনোদন করতে পারবে এবং সামাজিকভাবে সুরক্ষিত হবে। সরকারী ও বেসরকারী লোকহিতকামী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন তাদের কার্যক্রমে প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত করে সে ব্যাপারে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

- ৫০ উর্ধ্ব প্রবীন মহিলা ও পুরুষ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ১৭,৩৮৪ জন প্রবীন মহিলা ও পুরুষকে মেডিকেল অফিসার, প্যারামেডিক ও ফিজিওথেরাপিস্টের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
২. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৫,৩৮৭ জন প্রবীন মহিলা ও পুরুষকে কাউন্সেলরের মাধ্যমে মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা।
৩. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৭৫৬ জন প্রবীন মহিলা ও পুরুষকে চক্ষুশিবিরের আওতায় আনা এবং ৬৩৬ জন প্রবীন নারী ও পুরুষকে চশমা প্রদান করা।
৪. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে ৪,৩৮০ জন প্রবীন মহিলা ও পুরুষকে স্বাস্থ্যাবধি সম্পর্কে সচেতন করা এবং ১,৯৯০ জন প্রবীন নারী ও পুরুষকে স্বাস্থ্য সামগ্রী (যেমনঃ সাবান, টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ) প্রদান করা।
৫. জুলাই'২০১৮- জুন'২০১৯ সময়কালের মধ্যে প্রবীন মহিলা ও পুরুষের ৭৩৩ টি জেন্ডার বিষয়ক অভিযোগ সমাধান করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রবীন মহিলা ও পুরুষকে সামাজিকভাবে সুরক্ষিত করতে হলে তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ন "প্লাটফর্ম" তৈরী করা প্রয়োজন।
২. সরকারী ও বেসরকারী লোকহিতকামী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে তাদের আরো বেশী করে অনুপ্রনিত করা যেন তাদের কার্যক্রমে প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত করে ।

৩. নিজেদের প্রবীনকালকে সুরক্ষিত করার জন্য, বর্তমান প্রজন্ম যেন প্রবীন বান্ধব হয় সে ব্যাপারে তাদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা।

প্রবীন মহিলা ও পুরুষদের নিকট প্রবীন বান্ধব সামগ্রী বিতরণ	মেডিকেল অফিসার দ্বারা প্রবীণ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রিভেনশান এন্ড রেসপনস এক্টিভেটি ইমপ্লিমটেশান অন কাউন্টার ট্রাপিকিং ইস্যু

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** আই ও এম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ মানবপাচার প্রতিরোধে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সংস্থা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মানব পাচার সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১-৬০ বছর বা তার উপরের রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণ
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ
- আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ
- ক্যাম্পের সি আই সি, এনজিও কর্মী, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া সাংবাদিক,স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- শিক্ষক সমাজ
- উখিয়া উপজেলা ও রাজাপালং, পালংখালী, জালিয়াপালং ইউনিয়ন মানব পাচার কমিটির সদস্যবৃন্দ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ২০টি ক্যাম্প ও ৩টি হোস্ট কমিউনিটিতে সিআইসি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় মানবপাচার বন্ধের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা ও প্রতিযোগিতা যেমন- উঠানবৈঠক, পথনাটক, স্কুলভিত্তিক বির্তক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে।
২. এই প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পরে সি আই সি এবং উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মানবপাচার আইন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
৩. এই প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলা ও ৩ টি ইউনিয়নে মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সভার আয়োজন করা হয়।
৪. ক্যাম্পে কর্মরত এনজিও কর্মীদের মানবপাচার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
৫. উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার শিক্ষক সমাজ ও সাংবাদিকদের মানবপাচার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্যাম্প ইনচার্জ এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সাথে সর্ম্পকন্নোয়ন।
২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাংবাদিক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. কমিউনিটির নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্মান করা।

মানব পাচার প্রতিরোধ সচেতনতায় উঠানবৈঠক

মানব পাচার প্রতিরোধ সচেতনতায় ওর্য়াকশপ

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চিলড্রেন আর নট ফর সেল।

প্রকল্পের সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে মে ২০২০ **দাতা সংস্থাঃ** রেডিও জালপ্যান এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ টেকনাফ, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- **প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশু পাচার ও বাণিজ্যিক যৌন-শোষণ (সিএসইসি) কমিয়ে আনা এবং প্রতিরোধ করা।**
- **শিশু পাচার ও যৌণ-শোষণ কমাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর মান উন্নয়নের জন্য আইনী ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।**
- **শিশু পাচার ও যৌণ-শোষণ কমাতে উপযোগী জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।**

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১০০০ বালক-বালিকা যারা শিশু শ্রমে যুক্ত।
- শিশু পাচারে ঝুকিপূর্ণ ১০০ বালক-বালিকাদের প্রতিরোধ করা।
- ১৫০ কিশোর-কিশোরীদের সমন্বয়ে দল গঠন ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ (বয়স- ১৩-১৭ বৎসর)।
- ১৫০ যুবক (কিশোর-কিশোরীদের) সমন্বয়ে দল গঠন ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ (বয়স- ১৮-২৪ বৎসর)।
- ১৫০ জন পুরুষ ও মহিলাদের সমন্বয়ে দল গঠন ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ যেন শিশু পাচার প্রতিরোধ করা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- ৭৫০০ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. নিড এ্যাসেসমেন্ট- এর উদ্দেশ্যে লক্ষিত কর্ম এলকার ৫টি গ্রামে মোট ২০টি এফজিডি (FGD) এবং ১৫টি কেআইআই (KII) সম্পন্ন করা হয় যেখানে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবি ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
২. ১৫০জন কিশোর-কিশোরীদের (বয়স- ১৩-১৭ বৎসর) সমন্বয়ে ১০টি দল গঠন ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সেশন পরিচালনা চলমান রাখা।
৩. ১৫০জন যুবক (কিশোর-কিশোরীদের বয়স- ১৮-২৪ বৎসর) সমন্বয়ে ১০টি দল গঠন ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সেশন পরিচালনা চলমান রাখা।
৪. ১৫০জন পুরুষ ও মহিলা সমন্বয়ে ১০টি কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে বিশেষত শিশু পাচার, শিশু শ্রম, শিশু শোষণ ও নির্যাতন, বাল্যবিবাহ এবং শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাসিক সভা চলমান রাখা।
৫. ৩টি কমিউনিটি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা। যার মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন প্রয়োজন চিহ্নিত করণ ও শিশু শিক্ষা তরান্বিত করা। পাশাপাশি প্রথম পয্যায়ে শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা্ ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবি এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন।

২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. কমিউনিটির নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্মান করা।

টেকনাফ জালিয়াপাড়া কিশোর-কিশোরী (বয়স- ১৩-১৭ বৎসর) দলের সাথে সেশন পরিচালনা	**প্রকল্প কর্মকর্তাদেও কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ**

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনামঃ রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান
দাতাসংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান,রুপান্তর,শাপড়ানীড,এমএসআই,আমেরিকা অ্যামবেসি,
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড ,মিরসরাই ,সন্দীপ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্ভিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সমস্প্রচার এলাকার প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।
২. ২ লক্ষ কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।
৩. সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্নরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
৪. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
৫. ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬. ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছেএবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।
৭. সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।
৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।
৯. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।
১০. ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী শিক্ষা চিকিৎসাসেবায় মান উন্নয়নে কাজ করে তাদের জীবন মান উন্নয়ন করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।

২. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষাৎকার গ্রহন

রেডিও শ্রোতাদের/স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় সভা

২. ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রামে ৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্যঃ সংস্থার নিজস্ব ও সমমনা সংগঠনের উন্নয়ন কর্মীদের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য উপযুক্ত করে তোলা

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী।

সুযোগ সুবিধাসমুহ ঃ

- ৩০ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন- এসি, সীতাকুন্ড)।
- ২৫ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন-এসি, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ২৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ০৮ শয্যা বিশিষ্ট ভি আই পি কক্ষ।
- ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী এবং ৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি রুম (সীতাকুন্ড)।
- ৩০ আসন বিশিষ্ট উম্মোক্ত আলোচনা কক্ষ (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুবিধা । সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ,মোবাইল সহ ফোন সুবিধা, ফটোকপি সুবিধা।
- অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধা (টিভি, ভিডিও ওএইচপি, ডিভিডি)
- প্রজেক্টর ও মাল্টিমিডিয়া।
- ই-মেইল ও ইন্টারনেট সুবিধা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম	মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সীকাকুন্ড, চট্টগ্রাম

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিগত এক বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন, অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা, বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী এক বছরের জন্য চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কায্যক্রম গ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যূত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুণ্ড ও মীরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্প গ্রহন ।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা'র অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর কে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহন।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" এর কার্যক্রম, পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা। এবং নতুন কমিউনিটি রেডিও স্থাপন।
- কমিউনিটি পর্যায়ে আইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে নলেজ ভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করা।